ডিটেকটিভ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস্‌
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩৪৪

দাম দশ আনা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



চরিত্র

অনন্ত চৌধুরী	...	তরুণ জমিদার
বলাই	...	অনন্তর কর্ম্মচারী
জগদীশ	...	জমিদার ; অনন্তর পিতৃবন্ধু
সমরেশ নাগ	...	তোৎলা যুবক ; নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
হীরেন্দ্র	...	ব্রাহ্ম ভদ্রলোক

ভদ্রলোক, কয়েকজন বেদে, কাবুলীওয়ালা

বিমলা	...	অনন্তর মাতা
সুরমা	...	অনন্তর সধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী
কেয়া	...	হীরেন্দ্রের পালিতা কন্যা
নলিনী	...	কেয়ার সমবয়স্কা সখী
হিরণ্ময়ী	...	হীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, কয়েকজন বেদেনী

দি ষ্টেজ প্রডিউসার্সের পরিচালনায়

রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে

প্রথম অভিনয়ঃ ২৬শে আষাঢ় ১৩৪৪

—*—

প্রথম রজনীর ব্যবস্থাপক ও অভিনেতৃগণ

প্রযোজক	...	শ্রীযামিনী মিত্র
নাট্যপরিচালক	...	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরশিল্পী	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস
অনন্ত	...	শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়
বলাই	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
জগদীশ	...	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
সমরেশ	...	শ্রীসন্তোষ সিংহ
হীরেন্দ্র	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়
জনৈক ভদ্রলোক	...	শ্রীদেবীতোষ রায় চৌধুরী
কাবুলীওয়ালা	...	শ্রীশান্তি দাসগুপ্ত
বেদেগণ	...	শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য
		শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্ত্তী
		শ্রীঘণ্টেশ্বর পরামাণিক
বিমলা	...	শ্রীমতী মহামায়া
সুরমা	...	শ্রীমতী ঊষা
কেয়া	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
নলিনী	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
হিরণ্ময়ী	...	শ্রীমতী গিরিবালা
বৃদ্ধা স্ত্রীলোক	...	শ্রীমতী সরস্বতী
বেদেনীগণ	...	শ্রীমতী বিদ্যুৎ
		শ্রীমতী লক্ষ্মী
		শ্রীমতী প্রতিভা

ডিটেকটিভ

প্রস্তাবনা

একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুম। বেলা আন্দাজ চারিটা। খোলা জানালা দিয়া গ্রাম্য বহিঃপ্রকৃতি দেখা যাইতেছে। গ্রামের জমিদার এবং এই গৃহের মালিক শ্রীমান অনন্ত চৌধুরী জানালার ধারে একটা কৌচে বক্রভাবে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটি ডিটেকটিভ-উপন্যাস পড়িতেছে ও মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে হাত ছুঁড়িতেছে। তাহার চেহারা ভাল, গোঁফদাড়ি কামানো; বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর। একটা নির্ব্বাপিত পাইপ তাহার ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে

ঘরের অন্য কোণে দুইটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া বিমলা দেবী ও সুরমা মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছেন। সুরমার হাতে সেলাই

সুরমা। এবার অন্তুর বিয়ে দাও মা। এম. এ. পাস করলে, চব্বিশ বছর বয়স হ'ল, আর কি! আমাদের ঘরে অতবড় আইবুড়ো ছেলে মানায় না। লোকে নানান কথা কইতে আরম্ভ করবে। উনি বলছিলেন, জমিদার-বংশের ছেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে কোন্ দিন কি ক'রে বসবে।

বিমলা। আমি কি তা বুঝি না মা! কিন্তু হ'লে হবে কি, ছেলে যে আস্ত পাগল, বিয়ের কথা তুললেই হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানিস তো ওকে!

সুরমা। কি, বলে কি? বিয়ে করবে নাই বা কেন?

বিমলা। কি যে বলে, তার আমি মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না। বলে, জীবনে কাজ আছে, শুধু বিয়ে করলেই চলে না। আমি তো বুঝি না মা এত কাজই বা কিসের! পড়াশুনো করবার ইচ্ছে ছিল, বেশ তো, এম. এ. পাস করলি, এবার বিয়ে থা কর, বাপ-পিতৃমোর সম্পত্তি ভোগ-জাত কর। তা নয়—কাজ! আর কি কাজ করবি তাও না হয় খুলে বল। তা বলবে না, কেবল ঐ বইগুলো রাতদিন মুখ গুঁজে পড়বে। কি যে ওতে আছে আমার পিণ্ডি!

সুরমা। ওগুলো তো ডিটেকটিভ উপন্যাস, কেবল খুনজখম জালজুচ্চুরি—এই সব। আজকাল বাংলাতেও বেরিয়েছে। ছাই, আমার একটুও ভাল লাগে না।

অনন্ত। (নিজমনে উত্তেজিত কণ্ঠে) সাবধান, এক পা যদি এগিয়েছ—

বিমলা। ঐ শোন, নিজের মনেই বকছে। শেষে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে না তো?

সুরমা। না মা, বই প'ড়ে কি তা হয়! অনন্ত ছেলেবেলা থেকেই ঐ রকম একটুতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, একেবারে ছেলেমানুষ তো। কিন্তু এবার ওর বিয়ে দেওয়া দরকার, তা আমি ব'লে দিলুম বাপু।

বিমলা। তা কি আমার অসাধ? জয়নগরের জমিদার শশী হালদার তো মেয়ে নিয়ে মুকিয়ে ব'সে আছে, মুখের কথা খসাতে যা দেরি, কিন্তু ছেলে যে ও কথায় কানই দেবে না।

অনন্ত। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) খবরদার! দিদি, hands up!

সুরমা। সে আবার কি?

অনন্ত। কোন কথা নয়, মাথার ওপর হাত তোল, নইলে এখুনি গুলি ছুঁড়ব।

পাইপ দিয়া বন্দুকের মত নির্দেশ করিল

সুরমা। পাগলামি করিস নি অন্ত।

অনন্ত। পাগলামি নয়, শিগ্‌গির মাথার ওপর হাত রাখ, নইলে নিশ্চয় মৃত্যু। রাখলে না? তবে গেল গেল, ওয়ান—টু—

সুরমা। নে বাপু, পারি না তোর জ্বালায়। (মাথায় হস্ত রাখিয়া) কি হ'ল এতে?

অনন্ত। এবার সত্যি কথা বল, কি ষড়যন্ত্র করছিলে আমার বিরুদ্ধে?

সুরমা। ষড়যন্ত্র আবার কি! তোর এবার বিয়ে দেব, তারই ব্যবস্থা করছিলুম। বিয়ে না দিলে তুই সত্যিই পাগল হয়ে যাবি।

অনন্ত। বিয়ে! (হাস্য) এবার হাত নামাতে পার। দিদি, আজ পর্য্যন্ত কখনও দেখেছ ডিটেকটিভ বিয়ে করেছে? জগতের কোনও ভাল ডিটেকটিভ কখনও বিয়ে করে নি, তারা চিরকুমার।

সুরমা। তা হোক না তারা চিরকুমার। তুই তো আর ডিটেকটিভ নস, তুই বিয়ে করবি না কেন?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিভ নই? দিদি, তুমি জান না, আমার মতন দিগ্বিজয়ী ডিটেকটিভ বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই। ব'লে দেব,—কি দিয়ে আজ তুমি ভাত খেয়েছ? তবে শোন—মুগের ডাল, এঁচোড়ের ডালনা, রুইমাছ ভাজা, কৈ মাছের ঝাল—

সুরমা। আহা, কি শক্ত কথাই বললেন! নিজে যা দিয়ে ভাত খেয়েছিস সেইগুলো আউড়ে গেলি।

অনন্ত। আচ্ছা বেশ, তুমি কোন্ তেল মেখে চুল বেঁধেছ ব'লে দেব? (মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক) জবাকুসুম। কেমন, এবার হয়েছে? মা, আমি কি কাজ করব ঠিক ক'রে ফেলেছি।

বিমলা। কি কাজ করবি?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিভ হব, কলকাতায় মস্ত আপিস করব।

সুরমা। আ পোড়া কপাল! এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই কাজ করবি? লোকে হাসবে যে।

অনন্ত। (চক্ষু পাকাইয়া) হাসবে! হাসুক তো দেখি কার কতখানি ক্ষমতা! (পরিক্রমণ করিয়া) বলাই! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল। সে অনন্তর অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয়পাত্র। বয়ঃক্রম চল্লিশ. মোটা বেঁটে, মুখ ভাবলেশহীন

বলাই। আজ্ঞে।

অনন্ত। (কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া) বলাই, আমি ডিটেকটিভ হব, তোমার হাসি পাচ্ছে?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে একটুও হাসি পাচ্ছে না।

অনন্ত। ডিটেকটিভের কাজ হচ্ছে মানুষের দুঃখ দূর করা। আমি সেই কাজ করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারছ?

বলাই। আজ্ঞে পারছি।

অনন্ত। হাসি পাচ্ছে না?

বলাই। আজ্ঞে উঁহু।

মস্তক সঞ্চালন

অনন্ত। বেশ, যাও।

বলাইয়ের প্রস্থান

দিদি দেখলে?

সুরমা। যা ইচ্ছে কর বাপু, আমি আর তোর সঙ্গে পাগলামি করতে পারি না।

গমনোদ্যতা

অনন্ত। হুঁ হুঁ দাঁড়াও, তুমি কার জন্যে জামা তৈরি করছ ব'লে দেব? এক কথায় ব'লে দিতে পারি। Deduction—বুঝলে—deduction।

সুরমা। আচ্ছা বল তো দেখি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিল, নিজ মস্তকে টোকা মারিল) জামাইবাবুর জন্যে। ঠিক বলেছি কি না?

সুরমা। (অর্দ্ধসমাপ্ত লাল রঙের ফ্রক তুলিয়া ধরিয়া) যা বলেছিস, তোর জামাইবাবুর এখন লাল ফ্রক পরারই তো বয়স।

হাস্য

অনন্ত। (বিস্মিতভাবে) অ্যাঁ! ওটা ফ্রক নাকি! সেইজন্যেই মন খুঁৎখুঁৎ করছিল। আচ্ছা, এবার ব'লে দিচ্ছি—

বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল

সুরমা। আর বলতে হবে না। কে বুঝি এল। মা, চল আমরা ভেতরে যাই।

অনন্ত। দাঁড়াও, যেতে হবে না। কে এসেছে আমি শুধু মোটরের শব্দ শুনে ব'লে দিচ্ছি।

চক্ষু মুদিয়া নিজ মনে

দিদি, জামাইবাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন।

বৃদ্ধ জগদীশবাবু প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে বলাই

(চক্ষু মুদিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক) আসুন জামাইবাবু।

সুরমা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনন্তকে ঠেলা দিয়া) দূর হতভাগা! চোখ খুলে দেখ। আসুন কাকাবাবু।

আগন্তুককে প্রণাম করিল। বিমলা ঘোমটা দিয়া প্রস্থান করিলেন

অনন্ত। (চক্ষু খুলিয়া) এ হে হে, ভারি ভুল হয়ে গেছে। তাই মনটা খুঁৎখুঁৎ করছিল। বসুন কাকাবাবু।

প্রণাম করিল। জগদীশবাবু উপবিষ্ট হইলেন

সুরমা। কতদিন পরে কাকাবাবুকে দেখলুম। শরীর বেশ ভাল আছে? কাকিমা ভাল আছেন?

জগদীশ। আর মা, আমাদের আবার ভাল থাকা! আমি তো তবু উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, তোমার কাকিমা একেবারে শয্যা নিয়েছেন। জান তো সবই তোমরা।

সুরমা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জানি বইকি কাকাবাবু।

কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন

জগদীশ। অনন্ত এম. এ. পাস করেছে খবরটা পেয়ে অনেক দিনের একটা পুরোনো স্মৃতি আজ মনে জেগে উঠল, তাই ছুটে এলাম, যদি তোমাদের দেখে প্রাণে একটু সান্ত্বনা পাই।

সুরমা। কি কথা কাকাবাবু?

জগদীশ। তোমরা তো জান না মা, তোমাদের বাবার সঙ্গে আমার কি রকম অসাধারণ সম্প্রীতি ছিল। শুধু যে মুখে তাকে দাদা ব'লে ডাকতুম তা নয়, সত্যিই অগ্রজের মত ভক্তি করতুম। লোকে আমাদের দেখে বলত, আর জন্মে এঁরা সহোদর ছিলেন।

অনন্ত। সেটা বলা একেবারেই অসম্ভব। আর জন্মে আপনারা সহোদর ভাই ছিলেন কিম্বা ইয়ে শালা-ভগ্নীপতি ছিলেন—এ কথা স্বয়ং শার্লক হোম্‌সও বলতে পারতেন না।

সুরমা। অন্তু, থাম তুই।

অনন্ত। আর আমি যে একটা বিশ্ববিজয়ী ডিটেকটিভ, আমিও পারি না।

সুরমা। তুই থামবি কি না? তারপর বলুন কাকাবাবু।

জগদীশ। তোমার বাবার আর আমার দুজনেরই ইচ্ছে ছিল, আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সত্যিকারের একটা সম্বন্ধ ঘটে। মহামায়া আমার কোথায় চ'লে গেছে; কিন্তু যেদিন সে জন্মাল সেদিন দুই পরিবারে উৎসবের ঘটা প'ড়ে গেল। অনন্তর বয়স তখন ছ-সাত বছর, ঠিক হ'ল অনন্ত এম. এ. পাস করার পর প্রথম লগ্নে ওদের বিয়ে হবে।

অনন্ত। আমার বিয়ে? ডিটেকটিভের বিয়ে?

জগদীশ। তারপর মহামায়ার যখন চার বছর বয়স, তখন তাকে হারালাম, আর বছর দুই যেতে না যেতেই দাদাও স্বর্গে গেলেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর গভীর হতাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল

সুরমা। মহামায়ার কোনও খবরই কি পাওয়া গেল না?

জগদীশ। না মা, কোনও খবরই পাওয়া গেল না। সে ম'রে গেছে এ খবরটাও যদি পেতুম, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।

সুরমা। ও কথা বলবেন না কাকাবাবু, মহামায়া নিশ্চয় বেঁচে আছে, হয়তো ভালভাবেই আছে।

জগদীশ। সেইটেই যে ভরসা করতে পারছি না মা। যদি বেঁচে থাকে হয়তো এমন অবস্থায় আছে যে বাপ হয়ে সে কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। তার চেয়ে তার ম'রে যাওয়াই ভাল।

সুরমা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ভগবান কি এমনই করবেন?

জগদীশ। সেই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি। জ্ঞানত কখনও কোনও পাপ কাজ করি নি; তবে ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দেবেন

কেন? খোঁজবারও তো ত্রুটি করি নি, দেশ তোলপাড় ক'রে ফেলেছি। যে আমার মেয়ে এনে দিতে পারবে তাকে বিশ হাজার টাকা দেব ব'লে ঘোষণা করেছি।

অনন্ত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না?

জগদীশ। না বাবা, কিছুতেই কিছু হ'ল না। চোদ্দ বছরের প্রাণপণ চেষ্টা—

অনন্ত। নিষ্ফল। হতেই হবে, এ তো জানা কথা কাকাবাবু। বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে যদি মেয়ে পাওয়া যেত, তা হ'লে শার্লক হোম্‌স, রবার্ট ব্লেক, অনন্ত চৌধুরী—এদের জন্মাবার দরকার হ'ত না। তা হয় না কাকাবাবু, তা হয় না। যার কাজ তাকে দিতে হবে, অর্থাৎ যার কর্ম্ম তারে সাজে—এঁ এঁ—বলাই!

বলাইয়ের প্রবেশ

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে অন্যলোকের লাঠি বাজে।

অনন্ত। ঠিক, ঐ কথাটা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। (বলাইকে) তুমি এখন বাইরে যাও।

বলাইয়ের প্রস্থান

হ্যাঁ, তারপর কি কথা হচ্ছিল? আপনার মেয়ে হারিয়ে গেছে, আর তাকে খুঁজে বার করতে পারছেন না। বেশ, এখন আমি যে প্রস্তাব করছি শুনুন। আমি ডিটেকটিভ, আমি আপনার মেয়ে মহামায়াকে খুঁজে বার ক'রে দেব।

জগদীশ। (কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর) অনন্ত, তুমি তোমার বংশের উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু এখন আর তা পারবে না বাবা। আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এতদিন

পরে আর তাকে খুঁজে বার করা যাবে না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার প্রাণে উদ্দীপনা আছে—

অনন্ত। পারব পারব পারব। জানেন, আমি জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছি—ডিটেকটিভ হব। তিন মাসের মধ্যে আমি তাকে খুঁজে বার করব, এই প্রতিজ্ঞা করলুম। যদি না পারি তা হ'লে—তা হ'লে—আমার জমিদারী আমি বিলিয়ে দেব।

জগদীশ। অনন্ত, কি বলছিস তুই ?

অনন্ত। মরদকা বাৎ হাঁথীকা দাঁত। কথার নড়চড় হবে না, তিন মাসের মধ্যে আপনি মেয়ে ফিরে পাবেন—লিখে রেখে দিন।

জগদীশ। অনন্ত, তুই যে আমার প্রাণে আবার আশা জাগিয়ে তুলছিস।

অনন্ত। আলবৎ তুলছি, একশোবার তুলছি, এবং শেষ পর্য্যন্ত খাড়া ক'রে রাখব।

জগদীশ। অনন্ত, বাবা—(ক্রন্দন)

অনন্ত। না না, কান্নাকাটি নয়। আমি ডিটেকটিভ, আপনি আমার মক্কেল। Strictly business, এর মধ্যে কান্নাকাটি করলে চলবে না। দিদি, অশ্রু সম্বরণ কর।

জগদীশ। সুরমা, ও কি সত্যিই পারবে ?

সুরমা। পারবে কাকাবাবু। (সগর্ব্বে) অন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কাজেই ফেল হয় নি।

জগদীশ। যদি পারিস অনন্ত, কি আর বলব, আমার যা আছে সব তোর।

অনন্ত। ও চলবে না। Business is business। বিশ হাজার টাকার এক কাণাকড়ি বেশি নয়। আচ্ছা, এবার তবে কাজের

কথা আরম্ভ হোক। মহামায়া যখন হারিয়ে যায় তখন আমার বয়স কম, সব কথা ভাল মনে নেই। আপনি গোড়া থেকে সমস্ত ইতিহাস আর একবার বলুন।

নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া বসিল। জগদীশবাবু কপালের উপর দিয়া একবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন

জগদীশ। বলার আর আছে কি? ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্দ্ধোদয় যোগে কলিকাতায় গিয়েছিলুম—আমি, আমার স্ত্রী আর মহামায়া। স্নানের দিন ঘাটে স্নান করতে গেলুম—

অনন্ত। একটা কথা। কতদিন আগে?

জগদীশ। আজ থেকে পনেরো বছর।

অনন্ত। মহামায়ার তখন বয়স কত?

জগদীশ। চার বছর।

অনন্ত। তা হ'লে এখন তার বয়স—পনেরো আর চারে উনিশ বছর।

জগদীশ। হ্যাঁ, যদি সে বেঁচে থাকে।

অনন্ত। নির্ঘাৎ বেঁচে আছে। আচ্ছা, বলুন দেখি মহামায়া দেখতে কেমন ছিল।

জগদীশ। খুব সুন্দর ছিল। আমার দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে।

অনন্ত। দুর্গাপ্রতিমা? (নোট করিয়া) আচ্ছা বেশ, তার গায়ে কি কি ছিল? বুঝছেন না? এসব দরকার। ভাল ডিটেকটিভ কেবল একটু চুলের ডগা দেখে ব'লে দিতে পারে। কি বলতে পারে—বলাই! বলাই!

বলাইয়ের প্রবেশ

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে ব'লে দিতে পারে মাথায় চুল আছে।

প্রস্থান

অনন্ত। হ্যাঁ, আমি ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আরও অনেক জিনিস বলতে পারে, কিন্তু সে থাক। এখন বলুন কাকাবাবু।

জগদীশ। তার গায়ে ছিল—একটি গোলাপী সিল্কের ফ্রক, হাতে চুড়ি, গলায় হার, পায়ে মল।

অনন্ত। আর কিছু?

সুরমা। আর কপালে টিপ, পায়ে আলতা, চুলে ফিতে। বোকা কোথাকার! মহামায়া এখনও তোর জন্যে সেই গোলাপী ফ্রক প'রে ব'সে আছে?

অনন্ত। না না দিদি, ফ্রক প'রে ব'সে থাকবে কেন? ফ্রক পরার বয়স বোধ হয় তার আর নেই। কিন্তু ডিটেকটিভের সব জানা দরকার।

বলাই জানালা হইতে মুখ বাড়াইল

বলাই। দিদিমণি, বোঁ বোঁ শব্দে মা আপনাকে ডাকছেন।

সুরমা। আচ্ছা, আমি আসছি কাকাবাবু।

সুরমার প্রস্থান

অনন্ত। আচ্ছা, এবার বলুন দেখি কাকাবাবু, মহামায়ার গায়ে কোন স্থায়ী চিহ্ন ছিল কি না? অর্থাৎ—

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। এই ধরুন, একটা কান কাটা, কিম্বা নাকটা—যা দেখে তাকে চিনতে পারা যায়।

জগদীশ। চিহ্ন? হ্যাঁ ছিল। তার বাঁ পায়ের চেটোর ওপর একটা আধুলির মত লাল জড়ুল ছিল—ঠিক যেন সিঁদুরের টিপ।

অনন্ত। (নোটবুক বন্ধ করিয়া) বাস্, হয়ে গেছে। এবার আপনি

নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। কাল আমি কলিকাতায় যাচ্ছি, তারপর তিন মাসের মধ্যে মহামায়াকে আবিষ্কার করব।

জগদীশ। অনন্ত, যদি পারিস বাবা, তা হ'লে আমার যথাসর্ব্বস্ব—

অনন্ত। বাস্ বাস্, ওকথা আর নয়। বিশ হাজার টাকা। Business! তা হ'লে কাকাবাবু, আপনি এখন আসুন গিয়ে, আমি ইতিমধ্যে plan of campaignটা ঠিক ক'রে ফেলি।

জগদীশের প্রস্থান

(গভীর ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) আমার একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দরকার। সব ডিটেকটিভেরই একজন গণেশ থাকে, যে তার কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করে। আমার গণেশ কই? ঠিক হয়েছে। বলাই! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ্ঞে, বিরাজপুরের হুজুর বোঁ বোঁ শব্দে চ'লে গেলেন।

অনন্ত। বেশ করেছেন। এখন শোন, তুমি আমার গণেশ।

বলাই। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। কাল তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছ। সেখানে মস্ত আপিস খুলে বসব, তার নাম "অনন্ত দুর্দ্দশালয়"। আমি হব শার্লক হোম্‌স, আর তুমি হবে আমার ওয়াট্‌সন, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আমি কি হব?

অনন্ত। ওয়াট্‌সন। অর্থাৎ আমি হব রবার্ট ব্লেক, তুমি হবে আমার স্মিথ, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কি বললেন?

অনন্ত। তুমি একটা গাধা।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বুঝেছি।

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতায় অনন্তের অফিস—'অনন্ত দুর্দ্দশালয়'। আধুনিক নূতন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। দুইটি কৌচও আছে। ঘরের এক পাশে ছোট টেবিলে টাইপ-রাইটার। মধ্যস্থলে বড় সেক্রেটেরিয়েট-টেবিলের সম্মুখে অনন্ত আসীন। সময় অপরাহ্ণ। অনন্ত মুখোস লইয়া পরিধান করিল ও খুলিয়া ফেলিল

অনন্ত। নাঃ, মুখোস চলবে না। নাক টিপে ধরে, দম আটকে আসে। তা ছাড়া এ প'রে রাস্তায় বেরুলে কুকুরে তাড়া করবে। বলাই, বলাই! ওঃ, বলাইকে তো পাঠিয়েছি আমার কুকুর, মানে টাইগারকে আনবার জন্যে, কারণ চোর ছ্যাচোড়কে খুঁজে বার করার জন্যে ব্লেকের টাইগারই ছিল মহাস্ত্র।

বলাইয়ের দ্রুত প্রবেশ

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে টাইগারকে নিয়ে এসেছি।

অনন্ত। এনেছ বলাই? কোথায়?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে এই যে।

পকেট হইতে কুকুর বাহির করিল

অনন্ত। (হাসিয়া) বাইরে ফেলে দাও। যাও বলাই, তোমার মাথায় একেবারে গোবর পোরা। টাইগার নেংটি কুকুর নয়; রিয়্যাল, মানে রীতিমত ব্লাডহাউণ্ড, মানে এত বড় কুকুর। যাও, একে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে তাই নিয়ে এস গে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তবে তাই আনছি।

অনন্ত। আর বলাই, আমার জন্যে ব্রেকফাষ্ট, মানে চা টোষ্ট ডিম নিয়ে আসবে, বড্ড খিদে পাচ্ছে। আর দেখ, টাইগারকে নীচে বেঁধে রেখে এস। খবরদার, দরজার কাছে বেঁধ না।

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে তাই রেখে আসব।

প্রস্থান

অনন্ত। (পাইপ ভরিতে ভরিতে চারিদিকে তাকাইয়া) আপিস ঘরটি দিব্যি হয়েছে। চারদিক খোলা, বাইরে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি—'অনন্ত-দুর্দ্দশালয়'। মক্কেল যদিও এখনও একটিও আসে নি, কিন্তু এবার আসতে আরম্ভ করলে ব'লে। তখন যত জটিল রহস্য আছে সব একেবারে হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দেবে। টাইপিষ্ট-সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বলাই, বলাই! ওঃ, বলাইকে তো পাঠিয়েছি আমার ব্রেক্‌ফাষ্ট আনতে। (বেহালা বাজাইতে লাগিল) শার্লক হোম্‌সের যখনই কিছু আটকাত অমনই তিনি বেহালা বাজাতেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান। কিন্তু আমি বেহালা বাজাচ্ছি কেন? আমার তো একটি সমস্যাও সমাধান করবার নেই। এখনও একটাও খদ্দের আসে নি। সমস্যা নেইই বা কেন? এই যে বলাই ব্রেক্‌ফাষ্ট আনতে দেরি করছে, এটাও তো একটা সমস্যা। কোথায় গেল বলাই? তাকে কি কেউ গুমখুন করেছে? নাঃ, বলাইকে গুমখুন করা সহজ নয়। তবে কেউ কি তাকে নিয়ে elope করেছে? নাঃ, বলাইয়ের যা চেহারা, তাকে নিয়ে elope করবে বাংলা দেশে এমন কেউ নেই। তবে বলাইয়ের হ'ল কি? এ যে দেখছি জটিল সমস্যা।

অনন্ত বেহালা বাজাইতে লাগিল। বলাইয়ের দ্রুত প্রবেশ

বলাই। আজ্ঞে কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। এই যে বলাই। আমার সন্দেহ হচ্ছিল তোমায় আর ফিরে পাব না।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তারই দাখিল হয়ে আসছিল; কোন রকমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু কর্ত্তা, চা টোষ্ট ডিম কিছুই আনতে পারলাম না।

অনন্ত। কলকাতা শহরে চা টোষ্ট পেলে না? ব'কো না বলাই, যাও শিগগির নিয়ে এস, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, যতবার আনছি কেড়ে নিয়ে সাবাড় ক'রে দিচ্ছে।

অনন্ত। মানে?

বলাই। মানে, বোঁ বোঁ শব্দে একবার জানলা দিয়ে দেখুন না?

জানালা দিয়া দেখিল বাহিরে অগুণ্তি লোক ভিড় করিয়া আছে

অনন্ত। এঁ্যা বলাই, এ যে একেবারে লোকারণ্য! সিনেমার টিকিট-ঘরের সামনেও তো এত ভিড় হয় না! ব্যাপার কি বলাই? ওঃ বুঝেছি, ওরা সব আমার খদ্দের। (বসিবার পর) দেখেছ বলাই, দেশের লোক গুণের কদর বোঝে। যেই জানতে পেরেছে যে অনন্ত ডিটেকটিভ শহরে এসে বসেছে, অমনই পঙ্গপালের মত এসে জুটেছে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। যাও, ওদের একে একে ডেকে নিয়ে এস।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে ওরা সে জন্যে আসে নি।

অনন্ত। এঁ্যা, সে কি? তবে কি জন্যে এসেছে?

বলাই। আজ্ঞে, আপনি বাড়ির সামনে ঐ যে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন "অনন্ত দুর্দ্দশালয়", তাই দেখে শহরের যত অন্নকষ্টের দল বোঁ বোঁ শব্দে মনে করেছে—আপনি বোঁ বোঁ শব্দে অনাথালয় কিম্বা সদাব্রত খুলেছেন।

অনন্ত। বল কি বলাই? (পুনরায় দেখিয়া) তাই তো, ভিড় বাড়ছে!

বলাই। আজ্ঞে, আর কিছুক্ষণ পরে ওরা বোঁ বোঁ শব্দে এই ঘরে ঢুকে টেবিল চেয়ারে কামড় মারবে।

অনন্ত। তাই তো, এ তো ভারি ভয়ানক কথা বলাই, কি করা যায় বল তো! দাঁড়াও, একটু বেহালা বাজাই। এইবার প্ল্যান মাথায় আসবে।

বেহালা বাজাইতে লাগিল

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে একটা কাজ করলে হয় না?

অনন্ত। কি কাজ?

বলাই। আজ্ঞে, আপনি বোঁ বোঁ শব্দে ওই মুখোসটা প'রে ব'সে থাকুন, আর আমি ওদের মধ্যে চার পাঁচ:জনকে ডেকে আনি। ওরা এলেই আপনি বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। আমি ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। তুমি যাও, চট ক'রে ওদের ডেকে নিয়ে এস।

বাহিরে গণ্ডগোল চলিতেছে

বলাই। আজ্ঞে।

প্রস্থান

অনন্ত। নাঃ, এ চলবে না। বলাই, বলাই!

বলাইয়ের প্রবেশ

দেখ, তুমি এক কাজ কর বলাই। ওই টাইগারটাকে ওদের কাছে ছেড়ে দাও।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তাই ছেড়ে দিচ্ছি।

বলাই চলিয়া গেলে অনন্ত দরজা দিল। ভিতরে ভীষণ কোলাহল চলিতে লাগিল, যেন কতকগুলা লোক পলাইতেছে। কিছু পরে বাহির হইতে বলাই দরজার কড়া নাড়িল।

অনন্ত দরজা খুলিয়া দিল

অনন্ত। বলাই, গিয়েছে সব ?

বলাই। আজ্ঞে পালাচ্ছে, বোঁ বোঁ শব্দে ছুটছে।

অনন্ত। যাও তা হ'লে, আমার চা নিয়ে এস।

বলাই। আজ্ঞে।

প্রস্থানোদ্যত

অনন্ত। আর দেখ বলাই, একটা কথা আমি কদিন থেকে ভাবছি। সেটা করলে শার্লক হোম্‌সের ওপরেও টেক্কা দেওয়া হবে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কি ভেবেছেন ?

অনন্ত। আমার একটা সেক্রেটারি চাই, টাইপিষ্ট-সেক্রেটারি, আপিসে ছাপার কাজ করবে, বেশ দেখতে হবে, বেশ জমবে। কিন্তু পুরুষ-মানুষ হ'লে চলবে না। মহিলা-সেক্রেটারি চাই।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তা বেশ তো।

অনন্ত। কিন্তু কি ক'রে জোগাড় করা যায় ?

বলাই। আজ্ঞে, তার আর ভাবনা কি ? ঢেঁটরা পিটিয়ে দিন।

অনন্ত। বলাই, তুমি একেবারে একটি গবেট। একি জমিদারি নিলেম হচ্ছে যে ঢেঁটরা দেবে ? কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

বলাই। আজ্ঞে, তবে বোঁ বোঁ শব্দে তাই দিন।

অনন্ত। আচ্ছা, তুমি চা আন, আমি ততক্ষণ বিজ্ঞাপনটা লিখে ফেলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার একটি বাসাবাড়ির অভ্যন্তর। বাড়িটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগে একটি ব্রাহ্মপরিবার বাস করেন। মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে। দুই বাড়ির কন্যা কেয়া ও নলিনীর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব।

কেয়ার বসিবার ঘর। ঘরের আসবাব দামী নয়, কিন্তু বেশ নিপুণভাবে সাজানো। কেয়া একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে। নলিনী উদাসভাবে টেবিল-হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছে। বেলা আন্দাজ সাড়ে-তিনটা

—গান—

অন্ধকার! হে করুণ অন্ধকার!
ঘুচাও আলোর অরুণ অহঙ্কার।
চঞ্চল আঁখি-খঞ্জনে, হে তিমির,
বাঁধো অঞ্জনে সুনিবিড়—
সুপ্তি—ফুল-সমীর ঢালুক গন্ধভার।
দাও বিরাম, হে অভিরাম, কোমল অন্ধকার।

কেয়া। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) কি যে তুই গান গাস নলি, আমার একটুও ভাল লাগে না। অন্ধকার—খালি অন্ধকার! তুই দেখাতে চাস যে তোর প্রাণে ভারি দুঃখ। ওটা তোর একটা pose।

নলিনী। (উদাস চক্ষু ফিরাইয়া) pose! কেয়া, তুই এই কথা বললি? আমার প্রাণের ব্যথা তুইও বুঝলি না?

কেয়া। ব্যথাটা কি শুনি?

নলিনী। ব্যথা কি ব'লে বোঝানো যায়? গানে তার স্পর্শ লেগে থাকে, দীর্ঘশ্বাসে তার মূর্তি ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে ব্যথা ছাড়া

আর কি আছে ? ভেবে দেখ, আমি কে ? কোথা থেকে এসেছি ? তুদিন পরে আবার কোথায় চ'লে যাব ? জীবনের অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই হয়তো অতৃপ্ত থেকে যাবে।

কেয়া। থাকবে না গো থাকবে না। তোমার কি হয়েছে আমি বুঝেছি।

নলিনী। কি হয়েছে ?

কেয়া। তুই মনে মনে প্রেমে পড়েছিস।

নলিনী। প্রেম! (দীর্ঘশ্বাস) কার সঙ্গে ?

কেয়া। যিনি এখনই আসবেন—সেই সমরেশবাবুর সঙ্গে।

নলিনী। (করুণ হাস্য) সমরেশবাবুর সঙ্গে! কেয়া, তোৎলার সঙ্গে কখনও প্রেম হয় ?

কেয়া। কেন হবে না ? তোৎলা কি মানুষ নয় ? সমরেশবাবুর মতন অমন চমৎকার চেহারা ক-টা দেখেছিস ? আর অমন বিদ্বানই বা ক-টা পাওয়া যায় ? তুই কি মনে করিস, তোৎলা ব'লে উনি তোর যোগ্য নন ? উনি তোকে কি ভীষণ ভালবাসেন তা জানিস ?

নলিনী। কি ক'রে জানব ? আস্ত কথা তো কখনও শুনি নি।

কেয়া। কথাই বুঝি সব ? এই না বলছিলি—মনের ব্যথা কথায় বোঝানো যায় না! ওঁর মনের কথা ভাবে ইঙ্গিতে বোঝা যায়।

নলিনী। তুই ওঁর ভাব-ইঙ্গিত সব বুঝে নিয়েছিস দেখছি। তা এতই যখন বুঝেছিস তখন তুইই সমরেশবাবুকে নে না।

কেয়া। মুখে বলছিস, কিন্তু আমি সমরেশবাবুর দিকে হাত বাড়ালে তুই কি আর রক্ষে রাখবি ? হয়তো আমার গলা টিপেই শেষ ক'রে দিবি।

নলিনী। কিছু করব না। তোৎলায় আমার দরকার নেই।

কেয়া। ইঃ, দরকার নেই! কি বলব নলি, তুই আমার প্রাণের বন্ধু, আর সমরেশবাবুর ওপর আমার একটুও লোভ নেই; তা নইলে তোকে মজা টের পাইয়ে দিতুম।

নলিনী। তোর বুঝি সমরেশবাবুর ওপর লোভ নেই?

কেয়া। নাঃ, আমার এখন খালি টাকার লোভ। কি ক'রে টাকা রোজগার করব সেই হয়েছে আমার ধ্যান-জ্ঞান।

নলিনী। টাকা রোজগার ক'রে কি করবি?

কেয়া। মা বাবাকে সাহায্য করব। এখন বড় হয়েছি, মা বাবাকে সাহায্য করব না?

নলিনী। (একটু ইতস্তত করিয়া) কেয়া, বাড়িতে কি টাকার টানাটানি হয়েছে?

কেয়া। টানাটানি নয়। কিন্তু মা বাবা দুজনেরই বয়স হচ্ছে। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতুম, তা হ'লে তো এতদিনে সংসারের ভার আমাকেই নিতে হ'ত। তাই ঠিক করেছি চাকরি নেব। তবু তো মা বাবা বিশ্রাম পাবেন।

নলিনী। কি চাকরি করবি?

কেয়া। তুই তো জানিস শর্টহ্যাণ্ড টাইপিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছি। কোনও কোম্পানি বা আপিসে সেক্রেটারির কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

নলিনী। কিন্তু চাকরি পাবি কোথায়? আজকাল পুরুষরাই চাকরি পাচ্ছে না!

কেয়া। সেইজন্যেই তো রাতদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছি। এই দেখ না, কালকেতুতে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—একজন ডিটেকটিভের আপিসে টাইপিষ্ট চাই। ভাবছি কাল গিয়ে দেখা করব।

নলিনী। ডিটেকটিভের আফিসে চাকরি করবি ?

কেয়া। তাতে কি হয়েছে, ডিটেকটিভ কি আমায় খেয়ে ফেলবে ?

নলিনী। না, তবে ডিটেকটিভ শুনলেই কেমন গা শিরশির করে।

কেয়া। তোর সবতাতেই ওই, সব জিনিসের খারাপ দিকটাই দেখতে পাস। প্রেমে পড়েছিস তাও হা-হুতাশ করছিস।

নলিনী। কে প্রেমে পড়েছে ?

কেয়া। তুই, আবার কে ?

নলিনী। কেয়া, তুই হাসালি। তোৎলার সঙ্গে আবার প্রেম !

কেয়া। ন্যাকামি করিস নি নলি, এমন চুল ধ'রে টেনে দেব যে টের পাবি। নে, সমরেশবাবুর আসবার সময় হ'ল, এবার একটা মিষ্টি দেখে গান ধর, তিনি যেন এসে শুনতে পান।

নলিনী। (উঠিয়া) আমি পারব না।

কেয়া। পারবি না ? ও, লজ্জা করছে বুঝি ? আচ্ছা, তোর হয়ে আমিই না হয় গেয়ে দিচ্ছি।

হারমোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল ; মৃদু স্পর্শে
চাবির উপর হাত চালাইয়া

কি গাইব ? আচ্ছা, একটা মিলন-সঙ্গীত গাই।

—গান—

বঁধুয়া মধু-রাতে
এলে নন্দন-মধু হাতে।
চম্পকবন গন্ধে বন-বেতসী রন্ধ্রে
সুর কুহরে বাতে—মধু-রাতে !

পরশে তব শিহরে তনুখানি,
শিথিল বেণী সরমে অনুমানি,
কণ্ঠে বিবশ বাণী,
তন্দ্রা আঁখি-পাতে।
—মধু-রাতে।



গান শেষ হইবার পর সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। নননননমস্কার।

কেয়া। আসুন সমরেশবাবু। বসুন, ঐ চেয়ারটাতে বসুন না!

নলিনীর পাশের চেয়ার নির্দ্দেশ করিল

সমরেশ। হ্যাঁ, এএই যে।

চেয়ারের প্রান্তে উপবেশন করিয়া গলা খাঁকারি দিল

কেয়া। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে তো?

সমরেশ। আমার শরীর তো বববরাবরই ভাল থাকে। এই সেদিনও একটা গোরাকে মুমুমুষ্টিযুদ্ধে কাত করেছি; কাজেই স্বাস্থ্য এক রকম ভালই বববলতে হবে। গাগান শুনতে পাচ্ছিলুম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে, তাই ভাভাবলুম আপনারা এইখানেই আছেন। নননননলিনী দেবী, আপনি গাগাইছিলেন বুঝি?

কেয়া। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ, আমি বাজাচ্ছিলুম আর ও গাইছিল। কেমন শুনলেন?

সমরেশ। চচচমৎকার! এমন গলা কককখনও শুনি নি।

কেয়া মুখে কাপড় দিল

নলিনী। [হঠাৎ উঠিয়া] আমি যাই।

কেয়া (জনান্তিকে) খবরদার নলি, মেরে ফেলব একেবারে। এত হিংসুটে তুই, আমার প্রশংসাও সহ্য হয় না ?

নলিনী আবার বসিয়া পড়িল

সমরেশবাবু, আমরা শুনেছি আপনি খুব ভাল গাইতে জানেন, একেবারে ওস্তাদি গান। আজ আপনার গান আমাদের শোনাতে হবে।

সমরেশ। [ভীতভাবে] আমি গাগাগান গাইব ? তার চেয়ে আমার গলায় ছুছুছুছুরি দিন না।

কেয়া। সত্যি গাইতে জানেন না ?

সমরেশ। কখনও চেচেচেষ্টা করি নি। কককককথা কওয়াটাই আমার পক্ষে এমন শশশক্ত ব্যাপার যে—

হতাশে হস্ত সঞ্চালন

কেয়া। কেন, আপনি তো চমৎকার কথা বলেন !

সমরেশ। বববলি নাকি ? কই, আআমি তো তা লক্ষ্য করি নি। নলিনী দেবী, আপনি ললক্ষ্য করেছেন ?

নলিনী নিরুত্তর

ঐ দেখুন, নলিনী দেবী মমনের কথাটি পষ্ট ক'রে ববলতে পারছেন না।

কেয়া। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) নলিনী দেবী মনের কথা লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। তবে সময় উপস্থিত হ'লে সত্যি কথা আপনি বেরিয়ে পড়বে। সে যাক, আপনি যে আমাদের একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, তার কি হ'ল, ভুলে গেলেন নাকি ?

সমরেশ। ভুভুলি নি। তবে উপযুক্ত সাসাহসের অভাবে কথাটা পাড়তে পারছিলুম না। (সাগ্রহে নলিনীকে) যাযাবেন আজকে? চচচলুন না?

নলিনী। কেয়া তুই যা, আমার আজ শরীরটা—

কেয়া। বা রে! উনি আমাকে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলেন না, আমি যাব, আর তোমাকে সাধাসাধি করছেন তুমি যাবে না? বেশ ব্যবস্থা তো!

সমরেশ। না না, আমি দুদুজনকেই সাদরে আহ্বান করছি। মামানে—অর্থাৎ—আপনারা দুজনে না গেলে আমি ববড়ই দুঃখিত হব।

কেয়া। নলিনী একলা গেলেও দুঃখিত হবেন?

সমরেশ। মামানে (মাথা চুলকাইয়া) দুদুঃখ একটু হবে বইকি।

কেয়া। (হাসিয়া উঠিল) ওটা লোক-দেখানো দুঃখ। তা হ'লে নলি যা, শিগগির কাপড় প'রে আয়।

নলিনী। [উদাসভাবে] আচ্ছা।

প্রস্থান

কেয়া। কোথায় যাওয়া হবে?

নলিনীর চেয়ারে বসিল

সমরেশ। যেখানে আপনারা ববলবেন। জুবিলি পার্কের ধারে খাখাখানিক বেড়িয়ে তারপর সন্ধ্যের সময় সিসিসিনেমা দেখে—

কেয়া। না, সন্ধ্যের পর বাইরে থাকা মা বাবা পছন্দ করেন না। সন্ধ্যের আগেই ফিরব।

সমরেশ। বেশ। (কেয়ার দিকে ঝুঁকিয়া) দেখুন, কেকেয়া দেবী, আপনি বোধ হয় আমার মমনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, মামানে

নলিনী দেবীকে আমি—(গলা খাঁকারি দিয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল) আপনার কাকাকাছ থেকে আমি কিকিছু সাহায্য পেপেপেতে পারি না? অর্থাৎ আপনি যদি মামাঝে মাঝে—

কেয়া। ঐ বোধ হয় নলি আসছে। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরে কথা হবে, কি বলেন? আজই বেড়াতে বেড়াতে হয়তো সুযোগ হবে।

সাজসজ্জা করিয়া নলিনী প্রবেশ করিল

চলুন তা হ'লে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পার্কের এক অংশ। সমরেশ ও কেয়া পাশাপাশি বেড়াইতেছে

কেয়া। নলি কোথায় গেল?

সমরেশ। তিনি ঐ গাগাছের নীচে বেঞ্চিতে বসেছেন। মিমিস্ কেয়া, এই অবকাশে আমার ববক্তব্যটা ব'লে নিই। দেখুন, আমার অবস্থা বড়ই কাকাহিল হয়ে পড়েছে, নলিনী দেবী ছাড়া আর কিছু ভাভাবতেই পারি না। রাত্রে ঘুঘুম নেই, সারারাত প্যাটপ্যাট ক'রে চেয়ে থাকি। অথচ তিনি আমার কথা একেবারেই ভাবেন না। অর্থাৎ আমাকে বোবোধ হয় তিনি ঘৃঘৃণা করেন। আপনি আমাকে ঘৃঘৃণা করেন না, কিন্তু তিনি—

কেয়া। নলিনী আপনাকে ঘৃণা করে এটা কি ক'রে বুঝলেন?

সমরেশ। মামানে আমাকে দেখলেই তিনি মুখের ভাব এমন উউদাস ক'রে ফেলেন, এত ককম কথা কন যে—

কেয়া। (সহাস্যে) ও দেখে ভয় পাবেন না। নলির ঐ স্বভাব ; ও যে জিনিসটি চায় তার প্রতি এমন ভাব দেখায় যেন সেটা ওর দু চক্ষের বিষ।

সমরেশ। তাতাই নাকি ? তাতা হ'লে কি আমার প্রতি উনি—

কেয়া। মোটেই বিরূপ নন। কিন্তু আপনারও উচিত মনের ভাব আরও স্পষ্ট ক'রে জানানো।

সমরেশ। (হতাশভাবে) কিকি করব মিস্ কেয়া, আমার বাক্-যন্ত্রটা এমন বেয়াড়া যে যতই প্রাণে আবেগ উপস্থিত হয়, ককথা ততই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে।

কেয়া। বাক্-যন্ত্র ছাড়া পুরুষের অনুরাগ জানাবার আর কি কোনও রাস্তা জানা নেই ?

সমরেশ। আর কি করব ববলুন ?

কেয়া। ওকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন ; সেকালে নাইটরা কি করত ? সমরেশবাবু, আপনি এত বুদ্ধিমান, এত বড় ইঞ্জিনীয়ার আর এই সামান্য বিঘ্ন উত্তীর্ণ হতে পারছেন না ?

সমরেশ। আপনার কাছে যেটা সাসামান্য বোধ হচ্ছে, সেটা আমার কাছে যে ব্যাব্যাব্যাবিলনের হ্যাহ্যাহ্যাঙ্গিং গার্ডেন তৈরি করার চেয়েও শক্ত। ঐ যে বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা বললেন, বিপদ কোথায় যে উদ্ধার করব ? একটা সুসুসুবিধে মত বিপদও যদি ঘটত ; কিন্তু কলকাতা শহরে হঠাৎ বিপদই বা পাওয়া যায় কোথায় ? ননলিনী কোথায় গেলেন ? চলুন, দেখি।

উভয়ের প্রস্থান

বেদে-বেদিনীর দল প্রবেশ করিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল

—গান—

গলি গলিমে প্রীত নাগরকী
চলে চলুঙ্গী প্যারে (মেরে)
যব খিলেগা প্রেম শীতারা
সাথ রহে না প্যারে (মেরে)
আও প্যারী, বোল প্যারী
সাথ রহনা তুম হামারী
যবসে দেখা লুট গই ম্যায়
লুট গই ম্যায় প্যারে।
দিলসে দিলকে তব মিলানা
প্রীতকী রোশনী তুম দিখানা
বাহ ডরে গলে তোম্‌হারে
চলে চলুঙ্গী প্যারে মেরে।

লেকের অন্য অংশ। রাস্তার ধারে অনন্তর মোটর দাঁড়াইয়া আছে। অনন্ত গাড়ি হইতে নামিল

অনন্ত। দেখ বলাই, এই হচ্ছে আমার ব্রহ্মাস্ত্র। এই দেখ, চেহারা বদলে গেছে কিনা।

দাড়ি গোঁফ টুপি ও নীল চশমা পরিধান

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে ঠিক বুড়ো কত্তাবাবুর মত দেখাচ্ছে। তাঁরও অমনই গোঁফ দাড়ি ছিল।

অনন্ত। কেমন, বেশ ভারিক্কি গোছের দেখাচ্ছে তো?

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

অনন্ত। বেশ, আজ এই বেশেই মহামায়ার অনুসন্ধান করব। আজ

আর তাকে না ধ'রে ছাড়ছি না। বলাই, তুমি ঐ গাছটার আড়ালে ব'সে থাক, আমি অন্বেষণে বেরুচ্ছি।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আর দেখ, তুমিও রাস্তার দিকে নজর রেখ, দুর্গাপ্রতিমার মত কেউ যায় কিনা লক্ষ্য ক'র।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। উনিশ বছর বয়স হওয়া চাই, মনে থাকে যেন।

বলাই। আজ্ঞে, যদি বোঁ বোঁ শব্দে কুড়ি বছর বয়স হয়?

অনন্ত। তা হ'লে লক্ষ্য করবার দরকার নেই।

বলাই। কত্তা, নাচতে নাচতে কে একটি এদিকে আসছেন। বোঁ বোঁ শব্দে উনিশ বছর ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

অনন্ত। সত্যিই তো, বেদিনী ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছু বলা যায় না, মহামায়াকে বেদেরা চুরি ক'রে থাকতে পারে। ওর পায়ের দিকে লক্ষ্য কর বলাই, লাল জড়ুল আছে কিনা।

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে আপনি যখন বলছেন তখন পায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকব।

পুনরায় বেদে-বেদিনীর দল নাচ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল। অনন্ত ও বলাই তাহাদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহাদের একজন অনন্তর পকেট হইতে মানিব্যাগ উঠাইয়া লইল ও পরে সকলে চলিয়া গেল

বোঁ বোঁ শব্দে কি দেখছেন?

অনন্ত। বলাই, কি রকম মনে হ'ল?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে জগদীশবাবুর মেয়ে ব'লে তো মনে হয় না।

অনন্ত। কিন্তু বলা যায় না বলাই, বনের বিহঙ্গিনী ওরা, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানোই ওদের স্বভাব। ভেবে দেখ, মহামায়া যদি ওদের সঙ্গে থেকে মুক্ত-পাখা বনবিহঙ্গিনী হয়ে গিয়ে থাকে, সেটা কি খুবই আশ্চর্য্য ? এঁ্যা, আমার মানিব্যাগটা কোথায় ?

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে পাচ্ছেন না ?

অনন্ত। না, কোথাও প'ড়ে গেল নাকি ?

বলাই। আজ্ঞে না, বনের বিহঙ্গিনী বোঁ বোঁ শব্দে মানিব্যাগটা নিয়ে পাখা মেলে উড়েছে।

অনন্ত। বল কি বলাই, তাও কি সম্ভব ?

বলাই। কিছু অসম্ভব নয়। বোঁ বোঁ শব্দে তিনি যেমন আপনার গায়ে লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছিলেন তাতে কিছুই অসম্ভব নয়।

অনন্ত। কি আস্পর্দ্ধা বল তো বলাই! ডিটেকটিভের পকেট মেরে দিলে, এমন ঘটনা ইতিহাসে আর কখনও হয় নি। এখন কি আর তাকে ধরা যাবে ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বনের বিহঙ্গিনীকে কি আর ধরা যায় ? তার চেয়ে বরঞ্চ মহামায়াকে খোঁজ করলে—

অনন্ত। ঠিক বলেছ। মানিব্যাগের শোকে কর্ত্তব্য ভুললে চলবে না। মানিব্যাগের চেয়ে কর্ত্তব্য বড়। তুমি গাছের আড়ালে যাও।

প্রস্থান

লেকের অন্য অংশ। নির্জ্জন বৃক্ষতলে নলিনী একাকিনী
বেঞ্চিতে বসিয়া আছে

নলিনী। দুজনে কথা কইতেই মত্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার না এলেই ভাল হ'ত। একা, একা, পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। আত্মীয় বন্ধু নেই। বন্ধুত্ব—সে তো ছলনা। ভালবাসা—সে তো প্রতারণা।

পিছনে অনন্তর আবির্ভাব

এ পৃথিবী একটা প্রাণহীন মরুভূমি। বাপ নেই, মা নেই—

অনন্ত। সব আছে।

অনন্ত বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। নলিনী চমকিতভাবে একবার
তাকাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল

বাপ মা সব আছে, শুধু কোথায় আছে জানেন না। সে খবর আমি দিতে পারি।

নিজ বক্ষে টোকা মারিল

নলিনী। (শঙ্কিতভাবে) কে আপনি? কি চান?

অনন্ত। কিছু চাই না। আপনি কে আমি জানি। আপনার নাম মহামায়া।

নলিনী। আমার নাম মহামায়া নয়, আপনি ভুল করেছেন।

অনন্ত। ভুল! (হাসিয়া) ভুল আমি করি না। আপনার বয়স উনিশ বছর কিনা?

নলিনী ব্যাকুলভাবে চারিদিকে তাকাইল

ভুল হবার জো নেই, একেবারে ঠিক ধরেছি। এখন আপনার বাঁ পায়ের জুতো খুলুন তো দেখি।

নলিনী। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে) এঁ্যা! সমরেশবাবু! কোথা গেলেন, সমরেশবাবু!

সমরেশ। (দূর হইতে) যাচ্ছি।

অনন্ত। তাই তো। গোলমাল ঠেকছে। পুলিস ডাকবে নাকি?

ছুটিতে ছুটিতে সমরেশ ও কেয়ার প্রবেশ

সমরেশ। কিকি হয়েছে?

নলিনী। (সমরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) ঐ লোকটা আমাকে জুতো খুলতে বলছে।

সমরেশ। [মুষ্টি পাকাইয়া সগর্জ্জনে] কি—

অনন্ত পলায়ন করিল

আজ ব্যাব্যাব্যাটাকে খুনই করব।

পশ্চাদ্ধাবন

নলিনী। সমরেশবাবু যে চলে গেলেন কেয়া।

কেয়া। চল, আমরাও ওঁর পেছনে পেছনে যাই।

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল

পার্কের অন্য অংশ। অনন্তর মোটর। ফুটবোর্ডে বলাই বসিয়া আছে

বলাই। উনিশ বছরের দুর্গাপ্রতিমা তো এ অঞ্চলে একটিও নেই দেখছি। পঞ্চান্ন বছরের একখানি রক্ষেকালীর প্রতিমা একবার গেলেন, তারপর থেকে বোঁ বোঁ শব্দে তো মশার কামড়ই খাচ্ছি।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনন্তর প্রবেশ

অনন্ত। বলাই, শিগ্‌গির গাড়ি ষ্টার্ট দাও। তাড়া করেছে।

বলাই। কে, দুর্গাপ্রতিমা ?

অনন্ত। শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড এক মহাদেব আছেন, গদার মত দুই বাহু ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছেন।

বলাই। তাই তো। তা হ'লে বোঁ বোঁ শব্দে—

মোটরের হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ষ্টার্ট দিবার চেষ্টা করিল,
কিন্তু গাড়ি ষ্টার্ট লইল না

অনন্ত। ঐ রে, মহাদেব এসে পড়ল! আজ দক্ষযজ্ঞ বাধালে দেখছি। নাঃ, বিনা রণে আর নিস্তার নেই।

বলাই। কত্তা, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে।

অনন্ত। কি বুদ্ধি চট্‌পট বল, মহাদেব এসে পড়ল।

বলাই। গোঁফ দাড়ি আমায় দিন, তা হ'লে আর বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে চিনতে পারবে না।

অনন্ত। ঠিক বলেছ।

গোঁফ দাড়ি খুলিয়া বলাইকে দিল। বলাই উহা পরিধান করিল।
বেগে সমরেশ প্রবেশ করিল, পশ্চাতে নলিনী ও কেয়া

সমরেশ। কোকোন্‌দিকে গেল দেখেছেন ?

অনন্ত। কি হয়েছে মশায় ?

সমরেশ। একটা লোক—লম্বা গোঁফ, চোখে নীল চশমা, এদিক দিয়ে যেযেতে দেখেছেন ?

অনন্ত। কই না, এদিকে তো ও রকম কেউ আসে নি।

সমরেশ। ততত‍বে গেল কোথায় ?

অনন্ত। তা তো বলতে পারি না। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন দেখছি, কোন বিপদ হয় নি তো ?

সমরেশ। বিবিপদ হয় নি, কিন্তু শিগগির হবে—সেই লোকটার।

চারিদিক পরিক্রমণ করিতে লাগিল

নলিনী। (কেয়াকে) দেখ ভাই, ওই লোকটার গোঁফ ঠিক সেই রকম। (বলাইকে নির্দ্দেশ)

অনন্ত। (নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক) অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনারা কি আমার শোফারকে সন্দেহ করছেন?

কেয়া। ইনি বলছেন যে ওর গোঁফ ঠিক সেই রকম।

অনন্ত। বলাই, তোমার গোঁফ সেই রকম কেন?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আমার গোঁফ কি রকম?

অনন্ত। (ধমক দিয়া) যে রকমই হোক, তোমার গোঁফ দেখে এঁদের সন্দেহ হয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, সন্দেহের কোন কাজই তো বোঁ বোঁ শব্দে আমার গোঁফ করে নি।

অনন্ত। না করুক, কিন্তু দুটি ভদ্রমহিলার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন ও গোঁফ আর রাখা চলবে না। আজই গিয়ে কামিয়ে ফেলবে।

বলাই। যে আজ্ঞে।

কেয়া ও নলিনীর সকৌতুক হাস্য

সমরেশ। (ফিরিয়া আসিয়া) নানাঃ, পাপালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাযাবে কোথায়! যেখানে পাই খুঁখুঁজে বার করব। তারপর—চলুন। (অনন্তকে) আপনি তো তা হ'লে দেখেন নি?

অনন্ত। না।

সমরেশ। ননমস্কার।

কেয়া ও নলিনীকে লইয়া সমরেশ প্রস্থান করিল। অনন্ত সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

চতুর্থ দৃশ্য

অনন্তর অফিস। বেলা আন্দাজ দশটা। অনন্ত একাকী পরিক্রমণ করিতেছে

অনন্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ মেয়েটাই মহামায়া। নইলে জুতো খুললে না কেন? ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এ রহস্য-উদ্ঘাটন করতেই হবে। আর সেই মেয়েটি! কি সুন্দর দুষ্টুমি-ভরা মুখ! কি মিষ্টি হাসি! পরিচয় জানা হ'ল না। সঙ্গে যে দৈত্য ছিল, ভাল ক'রে কথা কইবারই ফুরসৎ দিলে না। নাঃ, পরিচয় খুঁজে বার করতে হবে। আমি একজন ডিটেকটিভ, সামান্য একটা ঠিকানা বার করতে পারব না? আলবৎ পারব।

বলাইয়ের প্রবেশ

বলাই। আজ্ঞে, তিনি এসেছেন।

অনন্ত। তিনি? তিনি কে?

বলাই। আজ্ঞে, কালকের সেই তোৎলা তিনি।

অনন্ত। তোৎলা তিনি! ওঃ, সেই মহাদেব?

বলাই সবেগে ঘাড় নাড়িল

কি সর্ব্বনাশ! কি, কি চায় গুণ্ডাটা?

বলাই। তা তো বোঁ বোঁ শব্দে কিছু বললে না। আমাকে দেখেই চিনেছে। গোঁফ নেই দেখে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললে, তোমার গোঁফ কই? আমি বললুম, মা-ঠাকরুণদের সন্দেহ হয়েছিল তাই কামিয়ে ফেলেছি।

অনন্ত। তবে কি বুঝেছে নাকি? বলাই, তুমি ব'লে দাও, আমি বাড়ি নেই কিম্বা ঘুমুচ্ছি কিম্বা মারা গেছি—যা হোক একটা ব'লে তাকে তাড়াও।

বলাই। যে আজ্ঞে।

প্রস্থানোদ্যত

অনন্ত। কিন্তু লোকটার কাছে সেই মেয়েটির খবর পাওয়া যেত। দেখাই যাক না। যদি চিনে থাকে, তাতেই বা কি? বলাই, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

বলাই। (ইতস্তত করিয়া) আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। হ্যাঁ, তাকে বোঁ বোঁ শব্দে এখানে হাজির কর।

বলাই প্রস্থান করিল

লোকটা হয়তো সেই মেয়েটির কোনও আত্মীয়। হয়তো ভাই। ভাই? না, ভাইয়ের মত চেহারা তো নয়। তবে কি?

সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। ননমস্কার।

অনন্ত। নমস্কার। আসুন।

সমরেশ। আপনি যে ডিডিডিটেকটিভ তা কাল বলেন নি কেন?

বলাই চেয়ার আগাইয়া দিতে সমরেশ বসিল

অনন্ত। অল্পক্ষণের আলাপ, তাই দরকার মনে করি নি। আপনিও তো নিজের পরিচয় দেন নি।

সমরেশ। হুঁ। আমিও দদদরকার মনে করি নি।

অনন্ত। আপনি বোধ হয় সেই মহিলাটির ভাই। না?

সমরেশ। কোকোন মহিলার আমি ভাই নই। ওদের মধ্যে একজন আমার—যাকগে, আমি আপনার কাছে কাকাজে এসেছি। আপনি 'অনন্ত দুর্দ্দশা' ডিটেকটিভ তো?

অনন্ত। হ্যাঁ।

সমরেশ। তাতা হ'লে শুনুন। আমি কাল দুটি মহিলাকে নিয়ে পাপাপার্কে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা লোক—শাশালা বদমায়েস—একটি মহিলার জুতো খুলে নিতে চেয়েছিল, তাকে আমি চাই। আপনি খুঁখুঁজে বার করতে পারবেন ?

অনন্ত। (চিন্তা করিতে করিতে) তা হ'লে যে মহিলাটি একলা ছিলেন, অর্থাৎ যাঁর জুতো খুলে নেবার চেষ্টা হয়েছিল তিনিই আপনার ইয়ে ?

সমরেশ। সেসে খবরে আপনার দরকার কি ?

অনন্ত। না না, আমি অমনই জিজ্ঞাসা করছিলুম। ডিটেকটিভদের সব জানা দরকার তো। আর অন্য মহিলাটি যিনি ফিরোজা রঙের শাড়ি প'রে ছিলেন ?

সমরেশ। দেদেখুন, মহিলাদের কথা আপনাকে শোশোনাবার জন্যে আসি নি। আমি সেই র‍্যার‍্যার‍্যাস্‌কেলটাকে চাই। আপনি তাকে খুঁজে বার করতে পারবেন কিনা স্পষ্ট ক'রে বলুন।

অনন্ত। (গম্ভীরভাবে) দেখুন মিঃ—

সমরেশ। নানাগ। সমরেশ নাগ।

অনন্ত। দেখুন মিঃ নাগ, এই জুতো চুরিটুরির মত সামান্য ব্যাপার আমি হাতে নিই না।

সমরেশ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সাসামান্য ব্যাপার ! একটি মমহিলাকে অপমান—সামান্য ব্যাপার ! আপনি কি রকম ভভদ্রলোক ?

অনন্ত। আচ্ছা, মনে করুন তাকে খুঁজে বার করলাম, কিন্তু তাকে নিয়ে আর আপনি করবেন কি ?

সমরেশ। কিকি করব ? প্রপ্রথমে তার নানাকে একটি ঘুষি মেরে নাক থেবড়ে দেব ; তারপর তার পেপেটে একটি লালাথি মারব।

তারপর চুল ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে থাথানায় নিয়ে যাব।

অনন্ত। (দৃঢ়স্বরে) এসব নৃশংস ব্যাপারে আমি নেই। মাফ করবেন, আমি আপনার কাজ করতে পারব না।

সমরেশ। পাপাপারবে না?

অনন্ত। না।

সমরেশ। ততবে তুমি কককচু ডিটেকটিভ।

অনন্ত। দেখুন, অপমান করবেন না। আপনি ভাবছেন, আপনার গায়ে জোর আছে—

সমরেশ। তুমি চোচৌকিদার।

ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান

অনন্ত। (কিছুক্ষণ পাদচারণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া) এর মধ্যে একটা গভীর রহস্য রয়েছে। ঐ তোৎলাটা হচ্ছে পালের গোদা। নইলে মেয়েদের পরিচয় দিলে না কেন? মহামায়াকে ও বিয়ে করতে চায়, জগদীশবাবুর জমিদারিটা হাতাবার ফন্দি। উঃ! কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! কিন্তু মহামায়ার ঠিকানা তো জানা হ'ল না; তোৎলা শয়তানটা ওদিক দিয়েই গেল না। সেই মেয়েটির সন্ধানও যদি পেতুম।

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ্ঞে, তিনি এসেছেন।

অনন্ত। আবার এসেছে?

বলাই। আজ্ঞে, তিনি নন। তাঁর সঙ্গে যে দুটি মা-ঠাকরুণ ছিলেন তাঁদেরই একটি।

অনন্ত। কোন্‌টি?

বলাই। আজ্ঞে, যেটির বেশ মিষ্টি মিষ্টি হাসি—তিনিই। বললেন, চাকরির জন্যে এসেছেন।

অনন্ত। অ্যাঁ! তাই নাকি! যাও, এখনই নিয়ে এস।

বলাইয়ের প্রস্থান

একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই মেয়েটি এসেছে চাকরির জন্যে! কিন্তু এর মধ্যে তোৎলার কারসাজি নেই তো? যা হোক, সাবধান হওয়া দরকার।

গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া কাগজপত্র নাড়িতে লাগিল

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। নমস্কার। এ্যাকি!

অনন্তকে দেখিয়া বিস্মিত

অনন্ত। নমস্কার। বসুন।

কাগজপত্র দেখিতে ব্যস্ত

কেয়া। আপনিই কি ডিটেকটিভ অনন্ত চৌধুরী?

অনন্ত। হ্যাঁ, (কাগজপত্র ভুলিয়া গিয়া) আপনার নামটি কি?

কেয়া। আমার নাম কেয়া মিত্র। মাফ করবেন। কিন্তু আপনিই কি কাল—

অনন্ত। পার্কের ধারে। ঠিক ধরেছেন। কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পরই আপনারা হঠাৎ চ'লে গেলেন, ভাল ক'রে আলাপ করা হ'ল না। (সামলাইয়া লইয়া) হ্যাঁ, আমি বড় ব্যস্ত। আপনার কি দরকার সেটা—

কেয়া। আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, একজন সেক্রেটারি চাই, তাই—

অনন্ত। ওঃ, ঠিক কথা। মনেই ছিল না। তা—আপনি কি সেক্রেটারির কাজ করতে চান ?

কেয়া। যদি আপনি যোগ্য মনে করেন।

অনন্ত। যোগ্য! বলেন কি ? আপনার মত সেক্রেটারি পাওয়া তো—(সামলাইয়া) বেশ, আপনি যখন কাজ করতে চান তখন আমার আপত্তি নেই। থাকুন। কাজ বিশেষ শক্ত নয়, বেলা দশটা থেকে—

কেয়া। তবে কি আমাকে বাহাল করলেন ?

অনন্ত। হ্যাঁ, নিশ্চয়। যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

কেয়া। (হাসিয়া) আপত্তি থাকলে আমি আসব কেন ? কিন্তু আমার qualification সম্বন্ধে কিছুই তো জিজ্ঞাসা করলেন না ?

অনন্ত। সেটা এখুনি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। (গম্ভীরভাবে) আপনি লেখাপড়া জানেন ?

কেয়া। জানি কিছু কিছু, আই. এ. পাস করেছি।

অনন্ত। বলেন কি ? এত অল্প বয়সে ? আপনার তো দেখছি অসাধারণ মেধা !

সপ্রশংসভাবে চাহিয়া রহিল

কেয়া। (হেঁট মুখে) মেধা আর কি এমন বেশি ?

অনন্ত। বেশি নয় ! আপনার বয়সে আমি তো ম্যাট্রিক-ক্লাসে রগড়াচ্ছিলুম। (সামলাইয়া) হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল ? ও, আপনি তা হ'লে লেখাপড়া জানেন ? আচ্ছা, (মাথা চুলকাইয়া) শেলাই, রান্নাবান্না জানা আছে তো ? গান গাইতে—

কেয়া। (সবিস্ময়ে) কিন্তু আপনার আপিসে কাজ করতে হ'লে কি এসব qualificationও দরকার ?

অনন্ত। না না। মানে আমি ডিটেকটিভ, সব খবর নেওয়া চাই তো। তা হ'লে আপনি—

কেয়া। শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া) আপনি—আপনি তো তা হ'লে বড় আশ্চর্য্য মেয়ে! আপনাকে যতই দেখছি ততই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে! আপনি একটি ক্ষণজন্মা মহিলা!

বলাই। (দ্বারপথে গলা বাড়াইয়া) এক পাল দিশী-বিলিতী মা-ঠাকরুণরা বোঁ বোঁ শব্দে এসে হাজির হয়েছেন।

অনন্ত। তাঁদের বোঁ বোঁ শব্দে ব'লে দাও যে সেক্রেটারি পাওয়া গেছে, আর দরকার নেই।

বলাই। যে আজ্ঞে।

মুণ্ড টানিয়া লইল

অনন্ত। হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? আপনি তা হ'লে আজ থেকে সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। আপনার মাইনেটা অবশ্য—সেটা আমি বিবেচনা ক'রে পরে আপনাকে জানাব।

কেয়া। মাইনে ষাট টাকা—বিজ্ঞাপনেই তো লেখা আছে।

অনন্ত। ষাট টাকা? অসম্ভব। যা হোক, ওসব বাজে কথা থাক। আপনি বুঝি প্রায়ই পার্কে বেড়াতে যান?

কেয়া। না। কাল সমরেশবাবু আমাকে আর আমার একটি বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অনন্ত। ওঃ, তা সমরেশবাবু আপনার কে?

কেয়া। কেউ নন—বন্ধু। আমায় কি কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলে ভাল হ'ত না?

অনন্ত। কাজ? কাজ কিছুই নয়, দু একটা চিঠি টাইপ করা—

এই আর কি। আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি হিন্দু তো?

কেয়া। আমরা ব্রাহ্ম।

অনন্ত। (একটু নীরব থাকিয়া) আমি হিন্দু। কিন্তু হিন্দু আর ব্রাহ্মতে যে কি তফাৎ তা এখনও বুঝে উঠতে পারলুম না।

কেয়া। আমিও না।

উভয়ের হাস্য

বলাই। (গলা বাড়াইয়া) কত্তা, সব্বাইকে বোঁ বোঁ শব্দে তাড়িয়েছি।

অনন্ত। বেশ। এখন বাইরে পাহারা দাও, আবার কেউ না আসে।

বলাই অদৃশ্য হইল

কেয়া। আজ তা হ'লে উঠি, কাল থেকে কাজে যোগ দেব।

অনন্ত। উঠবেন? তা—আচ্ছা। কাল নিশ্চয় আসবেন তো?

কেয়া। আসব বইকি, ঠিক দশটার সময় আসব।

অনন্ত। না না, যদি কষ্ট হয়, অত তাড়াতাড়ি আসবার দরকার নেই। এগারোটা বারোটা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা যখন সুবিধে হবে আসবেন।

কেয়া। সে কি কথা? ঠিক সময়েই আসব। কর্ত্তব্যে ত্রুটি করব কেন? (উঠিয়া) আজ চললুম, নমস্কার।

অনন্ত। নমস্কার। নিতান্তই যাচ্ছেন তা হ'লে?

কেয়া। হ্যাঁ, আজ আসি।

প্রস্থান

অনন্ত। কি সুন্দর মেয়ে! কি চমৎকার কথা! আমাদের দেশে এরকম মেয়ে জন্মায় আমি জানতুমই না। কিন্তু ঐ তোৎলাটার

সঙ্গে মেলামেশা করে কেন? যার তার সঙ্গে মেয়েদের—। বন্ধু! পুরুষমানুষের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কেন? বলাই! বলাই!

বলাই। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে মহামায়ার সন্ধান পেলেন?

অনন্ত। মহামায়ার সন্ধান? যাঃ, কথাটা মনেই ছিল না। আচ্ছা, পরে হবে অখন। বলাই, ঘরটা কি বিশ্রী হয়ে আছে দেখছ? ভাল ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেল। আর বাজার থেকে কিছু ফুলের তোড়া নিয়ে এস। অর্থাৎ নতুন সেক্রেটারির যাতে ভাল লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। (টাইপিষ্টের চেয়ার টিপিয়া) চেয়ারটা শক্ত; একটা গদিমোড়া চেয়ার আনবে, আর গোটা দুই মখমলের কুশন, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বুঝেছি।

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর বসিবার কক্ষ। বেলা আন্দাজ সাড়ে নটা। নলিনী গান গাহিতেছে

:—গান—

যদি হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে,
(ওগো) মরমে শিহর জাগে।
যদি নয়নে নয়নে চায়
পরাণ গলিয়া যায়।

আঁখির মিনতি বাণী
মধুর পরশ মাগে ;
শুধু হৃদয় দলিয়ে যাওয়া
ক্ষণিকের অনুরাগে।

কেয়ার প্রবেশ

নলিনী। এই যে কেয়া; কি খবর? তারপর এতদিন চাকরি করছিস, তোর ডিটেকটিভ মনিবের কথা একবারও বলিস না কেন?

কেয়া। কি বলব? বলবার কিছু নেই।

নলিনী। তবু—বয়স কত হবে?

কেয়া। হবে পঞ্চাশ-ষাট।

নলিনী। সত্যি? দেখতে কেমন?

কেয়া। ভূতের মতন।

নলিনী। ঠাট্টা করছিস?

কেয়া। বিশ্বাস না হয় একদিন গিয়ে দেখে আসিস।

নলিনী। আমার দরকার নেই। তুই যখন বলবি না, তখন আমি শুনতেও চাই না।

মুখ ফিরাইয়া বসিল

কেয়া। অমনই রাগ হ'ল? একটু ঠাট্টাও করব না? আচ্ছা, সত্যি কথা বলছি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখতে মন্দ নয়—সাধারণ ভদ্রলোকের মত। নাকটি বেশ টিকোলো—

নলিনী (ফিরিয়া) তোর সঙ্গে কি রকম কথাবার্ত্তা হয়?

কেয়া। কথাবার্ত্তা হয় না। তিনিও কাজ করেন, আমিও কাজ করি

নলিনী। একেবারেই কথা হয় না?

কেয়া। একেবারেই না।

নলিনী। লোকটা বুঝি গোমড়া-মুখো?

কেয়া। হুঁ, ঠিক প্যাঁচার মত।

নলিনী। তুই কথা না কয়ে থাকতে পারিস?

কেয়া। কেন পারব না? আমি আজকাল গম্ভীর হয়েছি।

নলিনী। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) সত্যি কেয়া, তুই আজকাল কেমন যেন বদলে গেছিস।

কেয়া। কেন বদলাব না? আজকাল কি আর ছেলেমানুষ আছি? বড় হয়েছি, চাকরি করছি, কত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। (নিজ মনে হাসিল) এখন তোর খবর কি? সমরেশবাবুর সঙ্গে ভালবাসা কত দূর?

নলিনী। ভালবাসা আবার কিসের?

কেয়া। তবে বুঝি প্রেম? আজকাল তোদের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানতে পারি না। সারাদিন আপিসে থাকি, সমরেশবাবু কত দূর এগুলেন খবরই পেলুম না। তুই তো আর বলবি না।

নলিনী। বলবার কিছু নেই। প্রেম একটা মরীচিকা, পিপাসার্ত্ত নরনারী ছুটে যায়; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কিছুই নেই, ধূ ধূ বালি—

কেয়া। তুই যদি ফিলজফি আরম্ভ করিস তা হ'লে আমি চললুম।

নলিনী। চললি? আচ্ছা কেয়া, তুই কখনও প্রেমে পড়িস নি? প্রেম কি রকম বলতে পারিস না?

কেয়া। না। চললুম, আমার আপিসের সময় হ'ল।

প্রস্থান

নলিনী। কেয়া হঠাৎ ওরকম হয়ে গেল কেন? ওর কি একটা হয়েছে। সত্যিই প্রেমে পড়ল নাকি? জানি না মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন! চেহারা দেখে কি ভালবাসা হয়? কথা শুনে কি ভালবাসা হয়? কিন্তু সমরেশবাবু কি আমাকে ভালবাসেন? বোধ হয় বাসেন। সেদিন পার্কের ধারে ঐ ব্যাপার হ'ল, ওঁর চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে লাগল। উনি বোধ হয় খুব রাগী।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঈষৎ হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। ননমস্কার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখা ক'রে যাই।

নলিনী। বসুন।

সমরেশ। ববসব না, এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। সেই লোলোলোকটার খবর পাবার সম্ভাবনা আছে।

নলিনী। কোন্ লোকটার?

সমরেশ। সেই যে সেসেদিন আপনাকে জুতো খুলতে বলেছিল। তাতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার নানাক যতক্ষণ না থ্যাবড়া ক'রে দিচ্ছি ততক্ষণ আমার প্রাণে শাশান্তি নেই। চললুম—নমস্কার। আপনি সাসাবধানে থাকবেন।

প্রস্থান

নলিনী। আশ্চর্য্য মানুষ! ভালবাসা কি এইরকম হয়? কিন্তু তোৎলা যে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

অনন্তর অফিস। অনন্ত বসিয়া আছে। বেলা আন্দাজ দশটা

অনন্ত। নাঃ, কর্ত্তব্যে বড় অবহেলা হচ্ছে। এ কদিন মহামায়ার কোনও খোঁজই নেওয়া হয় নি। আজ মিস্ মিত্রকে জিজ্ঞাসা করব, তাঁর বন্ধুর পায়ে লাল জড়ুল আছে কিনা? নাঃ, উনি হয়তো মনে করবেন, আমি ওঁর বন্ধুর প্রতি—। কিন্তু মহামায়া সম্বন্ধে একটা কিছু করা দরকার। (মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া) কি করি? তিনি আজ এত দেরি করছেন কেন? (ঘড়ি দেখিয়া) দশটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, কালও দু মিনিট দেরি করেছিলেন। ভারি অন্যায়! দেরি করবেন কেন? আপিসের ডিসিপ্লিনের দিকে একটু নজর নেই।

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। (হাসিমুখে) নমস্কার।

অনন্ত। (গম্ভীর মুখে) নমস্কার। পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে।

কেয়া। (নিজের হাত-ঘড়ি দেখিয়া) না, বরং তিন মিনিট আগে এসেছি। আপনার ঘড়ি ফাষ্ট।

অনন্ত। কখখনো নয়। কই, দেখি আপনার ঘড়ি!

কেয়া। (কাছে গিয়া) এই দেখুন।

অনন্ত কেয়ার হাত ধরিয়া কিয়ৎকাল একাগ্র দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখিল; তারপর তাহার হাতসুদ্ধ ঘড়িটা কানের কাছে ধরিয়া রাখিল

অনন্ত। তাই তো! আপনার ঘড়ি তো চলছে দেখছি।

কেয়া। হাত ছাড়ুন।

অনন্ত। (হাত ছাড়িয়া দিয়া) ও, আপনার হাতটা যে ধ'রে আছি তা মনেই ছিল না। কি একটা ভাবছিলুম।

কেয়া। (নিজ স্থানে গিয়া টাইপ-রাইটার ইত্যাদি খুলিতে খুলিতে) আপনি বড্ড ভাবেন। অত ভাবা কিন্তু ভাল নয়।

অনন্ত। না ভেবে উপায় কি? ডিটেকটিভদের সদা সর্ব্বদাই ভাবতে হয়।

কেয়া কাজ আরম্ভ করিল। অনন্ত মুগ্ধভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। দুই মিনিট কাটিয়া গেল

মিস্ মিত্র!

কেয়া। (মুখ তুলিয়া) কি?

অনন্ত। আপনি ওটা কি ছাপছেন?

কেয়া। "ফুটবল রহস্য" কেসের রিপোর্ট তৈরি করছি।

অনন্ত। কোন্‌টা?

কেয়া। ঐ যে যাতে হরিহর বসাক নামে একজন লোক ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে তার পকেট থেকে ন আনা তিন পয়সা চুরি যায়—সেই কেসটা।

অনন্ত। ও, মনে পড়েছে।

কেয়া আবার ছাপিয়া চলিল

মিস্ মিত্র!

কেয়া। কি বলছেন?

অনন্ত। আমার লাল-নীল পেন্সিলটা কোথায় গেল? কেউ কিছু দেখবে না—বড় মুস্কিল হয়েছে।

কেয়া। (উঠিয়া গিয়া) এই তো সামনে রয়েছে। চোখে কি দেখতেও পান না?

অনন্ত। ও! (পেন্সিল তুলিয়া ধরিয়া) আরে, এই তো লাল-নীল পেন্সিল। কি ভুল দেখুন তো! চোখ দুটো অন্য দিকে ছিল কিনা তাই দেখতে পাই নি।

কেয়া। পেন্সিল যখন খুঁজবেন তখন টেবিলের দিকে তাকালেই পারেন। কোথায় ছিল চোখ—কড়িকাঠের দিকে?

অনন্ত। না, অন্যমনস্কভাবে আপনার ওই টাইপ-রাইটারের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। দেখে মনে হচ্ছিল, টাইপ-রাইটারের চাবিগুলো যেন আপনার আঙুলের স্পর্শ পেয়ে নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছে।

গম্ভীর মুখে কেয়া নিজ আসনে গিয়া বসিল ও টাইপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল

মিস্ মিত্র!

কেয়া। আবার কি হ'ল? আমাকে কি কাজ করতে দেবেন না?

অনন্ত। কি আশ্চর্য্য! কাজ আপনি করুন না। আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হ'ল, তাই—

কেয়া। কি প্রশ্ন উদয় হ'ল?

অনন্ত। আচ্ছা, সেদিন পার্কের ধারে আপনার সঙ্গে আর একটি মহিলা ছিলেন না, তাঁর নামটি কি?

কেয়া। তার নাম নলিনী।

অনন্ত। নলিনী? মহামায়া নয়?

কেয়া। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) মহামায়া হতে যাবে কেন?

অনন্ত। না না, তাঁর চেহারাটা ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মত কিনা, তাই ভাবছিলুম হয়তো তাঁর নাম মহামায়া। তিনি আপনার খুব বন্ধু, না?

কেয়া। (শুষ্কস্বরে) কেন বলুন দেখি ?

অনন্ত। এমনই, সামান্য কৌতূহল আর কি !

কেয়া। ও, আমি ভেবেছিলুম তার দুর্গাপ্রতিমার মত চেহারা দেখে বুঝি তাকে ভুলতে পারছেন না।

অনন্ত। কি মুস্কিল ! সে জন্যে নয় মিস্ মিত্র—আমি—অর্থাৎ—

কেয়া সবেগে টাইপ করিতে লাগিল

(আবার কিছুক্ষণ পর) মিস্ মিত্র !

কেয়া উঠিয়া গিয়া অনন্তর সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল

কেয়া। এবার বলুন। আপনার যত প্রশ্ন আছে সব শেষ ক'রে নিন।

অনন্ত। আমি ভাবছিলুম—আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার কত দিন হ'ল আলাপ হয়েছে ?

কেয়া। (আঙুলে গুনিয়া) ঠিক এক মাস তিন দিন।

অনন্ত। তাই নাকি ? ও, ভাল কথা মনে পড়ল—আপনার মাইনেটা তো দেওয়া হয় নি।

দেরাজ হইতে নোট বাহির করিয়া

এই নিন।

কেয়া। এখন রাখুন, যাবার সময় দেবেন।

অনন্ত। না না, এখুনই নিয়ে রাখুন। আমার বড় ভুলো মন, হয়তো যাবার সময় মনে থাকবে না।

কেয়া। বেশ, দিন। (নোট লইয়া) একি, কত দিলেন ?

অনন্ত। তিনশো টাকা।

কেয়া। তিনশো টাকা ! সে কি ? মাইনে তো ষাট টাকা।

অনন্ত। কে বললে ? ষাট টাকা ! হুঁঃ, অসম্ভব।

কেয়া। কিন্তু বিজ্ঞাপনে যে ষাট টাকা লেখা ছিল।

অনন্ত। ও ছাপার ভুল। খবরের কাগজে কি রকম ছাপার ভুল করে, জানেন তো?

কেয়া। না মিঃ চৌধুরী, আমি ষাট টাকার বেশি নিতে পারব না।

অনন্ত। কি বিপদ! বলছি ছাপার ভুল।

কেয়া। ছাপার ভুল নয়, কেন মিছে কথা বলছেন? ষাট টাকার বেশি এক পয়সা নিলে আমি মনে শান্তি পাব না। এই নিন।

কতগুলি নোট ফেরত দিল

অনন্ত। নেবেন না তা হ'লে?

কেয়া। না।

অনন্ত। নেবেন না?

কেয়া। না।

অনন্ত। বেশ, যা ইচ্ছে করুন। আমার আপিসে আমার হুকুম কেউ মানে না। বেশ তো এই যদি আপনার ধর্ম্ম হয়, করুন।

উদাসভাবে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। কেয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া কাজ করিতে লাগিল

(উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া) পুরুষমানুষের হাতে বেশি টাকা থাকলে নানান দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় আসে। হয়তো কোন্ দিন মদ খাবার ইচ্ছে হবে। হয়তো রেস খেলেই সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেব। সংযত ক'রে রাখে এমন বন্ধু তো কেউ নেই।

কেয়া। (অশ্রুপূর্ণ চোখে) মিঃ চৌধুরী, আমাকে মাফ করুন, ওসব কথা বলবেন না। কিন্তু ষাট টাকার বেশি আমি কিছুতেই নিতে পারব না; তা হ'লে আমার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগবে।

অনন্ত। না, তা করবার দরকার কি? আপনার আত্মমর্য্যাদায় যাতে আঘাত লাগে এমন কাজ আমি করতেই বা বলব কেন?

উদাস গম্ভীর মুখে ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল

কেয়া। কি যে ওঁর মনের ভাব কিছুই বুঝতে পারি না। এই দিব্যি সহজ মানুষ, হেসে কথা কইছেন; এই একেবারে রেগে টং। পুরুষমানুষের মন পাওয়া ভার। কিন্তু নলিনীর সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন? সেই একবার আধ মিনিটের জন্যে দেখেছিলেন, আর ভুলতে পারছেন না? তা বেশ তো, তাই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু উনি হিন্দু, নলিনী ব্রাহ্ম; কি ক'রে কি হবে? যাক গে, ওসব কথা ভেবে আমার লাভ কি? আমি নিজের কর্ত্তব্য ক'রে যাব; আর, ন্যায্য মাইনের বেশি এক পয়সাও নিতে পারব না। উনি বড়মানুষ, সখ ক'রে ডিটেকটিভ সেজেছেন, পয়সা বেশি থাকে অন্য লোককে বিলিয়ে দিন, আমি নেব কেন?

কেয়া দৃঢ়ভাবে কাজ আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে অনন্ত আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল

অনন্ত। মিস্ মিত্র!

কেয়া। আজ্ঞে।

অনন্ত। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে বেশি টাকা দিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা হয়েছে।

কেয়া। না, ধৃষ্টতা আর কি! আপনি তো ভাল ভেবেই—

অনন্ত। (কেয়ার স্কন্ধে হাত রাখিয়া) বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন?

কেয়া। (উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে) বেশ, ক্ষমা করলুম।

অনন্ত। আপনি এখনও রাগ ক'রে আছেন।

কেয়া। রাগ আমি করি নি মিঃ চৌধুরী।

অনন্ত। তবে হাসছেন না কেন?

কেয়া। (অল্প হাসিয়া) এই তো হাসছি।

অনন্ত। (সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া) আসুন, ভাব ক'রে ফেলুন, আর রাগারাগি নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর হাত বাড়াইয়া অনন্তর প্রসারিত দুই হস্ত গ্রহণ করিল

চলুন, আজ একটা কিছু করা যাক। আপিসে আর ভাল লাগছে না।

কেয়া। কি করবেন?

অনন্ত। চলুন, আজ ষ্টীমার ক'রে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়িয়ে আসা যাক।

কেয়া। না না, সে যে বড্ড দেরি হবে।

অনন্ত। কিছু দেরি হবে না। আমি ঠিক চারটের সময় আপনাকে আপনার বাড়ির দোরে পৌঁছে দোব।

কেয়া তথাপি অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

যদি না যান, বুঝব আমাকে এখনও ক্ষমা করেন নি।

কেয়া। (ক্ষীণ কণ্ঠে) বেশ, চলুন।



সপ্তম দৃশ্য

কেয়ার শয়নকক্ষ। শয্যায় পাশে গালে হাত দিয়া কেয়া একাকিনী বসিয়া আছে। বেলা দশটা

কেয়া। কি করি আমি এখন? ওঁর মনের আসল কথাটি বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট ক'রে তো কিছু বলেনও না। এ অবস্থায় আমি কোন্ পথে চলব? কেন ছাই চাকরি করতে গেলুম? চাকরি ছেড়ে দেব? না, তা হয় না, মা তা হ'লে বিশ্রাম পাবেন না।

নেপথ্যে হিরণ্ময়ী। কেয়া, খাবি আয়।

কেয়া। যাই মা, কি চান উনি? সত্যিই কি আমাকে? না, নলিনীকে? নলিনীর কথা মাঝে মাঝে আচমকা জিজ্ঞাসা করেন। (অধর দংশন করিয়া) ওঁর মনে কি আছে উনিই জানেন; কিন্তু এদিকে আমার যে মরণ হয়েছে। জানি, মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই—ব্রাহ্ম হিন্দু সব এক, তবু—। নাঃ, মনকে আমি শক্ত করব। ছি, এত চপল আমার মন! ওঁর সঙ্গে আর হেসে কথা কইব না; আপিসে সাধারণ কর্ম্মচারীর মত কাজ করে যাব। উনি মনিব, আমি ওঁর অধীনে কাজ করি; এ ছাড়া আমাদের সম্বন্ধ কি?

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। কি হচ্ছে?

কেয়া। কিছু না। দেখতেই তো পাচ্ছিস ব'সে আছি।

নলিনী। তা তো দেখছি। আজ আপিস যাবি না?

কেয়া। যাব বোধ হয়।

নলিনী। বোধ হয় কি রে? কি হয়েছে বল তো? চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস নাকি?

কেয়া। চাকরি ছেড়ে দেব কেন?

নলিনী। তবে? ও, বুঝেছি, মনিবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

কেয়া। দূর!

কেয়া মুখ ফিরাইল

নলিনী। দেখি তোর মুখ। মুখের ভাব তো ভাল নয়। কি হয়েছে কেয়া? শেষে প্রেমে পড়লি না তো?

কেয়া। প্রেম আবার কিসের?

নলিনী। তবে বুঝি ভালবাসা? না, সত্যি বল কেয়া, অমন মন-মরা হয়ে আছিস কেন? আমাকে তো সমরেশবাবুর নাম ক'রে খুব রাগাতিস, এখন বুঝি নিজেরই সেই দশা হয়েছে?

কেয়া। তোর সমরেশবাবু আছে তাই রাগাতুম। আমার কে আছে?

নলিনী। তোর কে আছে? দাঁড়া, ভেবে দেখি। অমরবাবু? উহুঁ। হরেনবাবু? উহুঁ। কিশোরবাবু? না, তাও নয়। তবে? বুঝেছি ভাই, তুই তোর ডিটেকটিভ মনিবের প্রেমে পড়েছিস।

কেয়া। আঃ নলি, চুপ কর, ওই মা আসছেন।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁরে, আজ কি আপিস যাবি না? দশটা যে কখন বেজে গেছে!

কেয়া। (উঠিয়া) এই যে যাই মা।

হিরণ্ময়ী। তোর আজকাল কি হয়েছে কেয়া? কদিন থেকে দেখছি

মুখ শুকনো। কাজ কি ভাল লাগছে না? ভাল না লাগে ছেড়ে দে।

কেয়া। সে কি মা, কাজ ভাল লাগে বইকি।

হিরণ্ময়ী। তবে? ইদানীং রোজই প্রায় আপিস যেতে দেরি করিস। আপিস-মাষ্টার হয়তো অসন্তুষ্ট হয়।

কেয়া। হোক গে অসন্তুষ্ট।

হিরণ্ময়ী। ও আবার কি কথা? কাজ যতদিন করবি ভাল ক'রেই করবি; কর্ত্তব্যে এলাকাড়ি দিতে নেই। নে আয়, ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে। উনিশ বছর বয়স হ'তে চলল, এখনও মেয়ের ছেলেমানুষী গেল না।

কেয়া। চল।

হিরণ্ময়ীর প্রস্থান

উনিশ বছর বয়স হ'ল; না, আর আমার ছেলেমানুষী শোভা পায় না।

কেয়ার প্রস্থান

নলিনী। কেয়া মরেছে। এমন মরা ম'রেও সুখ। কার পায়ের শব্দ? সমরেশবাবু আসছেন। আজকাল আমার কি হয়েছে, সমরেশ-বাবুর পায়ের শব্দ শুনলেই বুঝতে পারি।

ভালভাবে বসিল। পিছনে ফুলের তোড়া লুকাইয়া সমরেশের প্রবেশ

সমরেশ। এই যে ননলিনী দেবী, আপনি একা আছেন।

নলিনী। হ্যাঁ, আসুন।

সমরেশ। (নিকটে গিয়া) মামানে নলিনী দেবী, আআপনি যদি কিকিছু মনে না করেন—

নলিনী। কি হয়েছে? পেছনে হাত দিয়ে রয়েছেন কেন? দেখি?

নলিনী যত দেখিতে চেষ্টা করিল সমরেশও ততই লুকাইতে লাগিল

সমরেশ। আআপনি আগে বলুন, রাগ করবেন না।

নলিনী। রাগ করব কেন? কি এনেছেন দেখি না?

সমরেশ পিছন হইতে ফুলের তোড়া বাহির করিয়া নলিনীকে দিল

সমরেশ। ফুফুলের তোড়া। নিনিউ মার্কেটে কিনেছিলাম, ভাভাবলুম নিয়ে যাই, আপনার হয়তো পপছন্দ হবে। আআপনি রাগ করেন নি তো?

নলিনী। এতে রাগ করবার কি আছে? আঃ, কি চমৎকার গন্ধ!

সমরেশ। ননলিনী দেবী, আমি হহতভাগ্য। মুখে মমনের কথা প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই, তাই ওই ফুফুলের সাসাহায্যে আমার মনের কথা প্রপ্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। মামানে আমি আর কি বলব? আআপনি তো সবই বুবুঝতে পারছেন।

নলিনী। সমরেশবাবু, ফুলের সাহায্যে আপনি কি সকলের কাছে মনের কথা প্রকাশ করেন?

সমরেশ। না না, একটা লোক আছে যাযার কাছে মনের কথা প্রকাশ ককরব এই ঘুঘুষির সাহায্যে; কিন্তু সে যাক, ননলিনী দেবী, আআপনার উত্তর কি পাব না?

নলিনী। আপনি তো কোন প্রশ্ন করেন নি, তবে কিসের উত্তর দেব?

সমরেশ। কেন আমাকে ললজ্জা দিচ্ছেন? ববলুন।

নলিনী। কি বলব?

সমরেশ। আআপনার মনের কথা।

নলিনী। আমার মনের কথা? শুনবেন, আচ্ছা—

নলিনী সমরেশের কানে কানে কি বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। সমরেশ লাফাইয়া হাসিতে হাসিতে 'ননলিনী দেবী, ননলিনী দেবী' বলিতে বলিতে তাহার অনুসরণ করিল

অষ্টম দৃশ্য

অনন্তর অফিস। বেলা সাড়ে দশটা

অনন্ত। বলাই, কত দিন হ'ল আমরা কলকাতায় এসেছি ?

বলাই। তিনমাস হ'তে আর দু তিন দিন বাকি আছে।

অনন্ত। এঁ্যা, বল কি ? এখনও যে মহামায়া সম্বন্ধে কিছুই করা হ'ল না। নাঃ, আর তো দেরি করা চলে না, এবার যা হয় একটা করা নিতান্ত দরকার। পায়ের জড়ুলটা সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায় কি ক'রে ? আজকালকার মেয়েরা সর্ব্বদাই জুতো প'রে আছে। মহা মুস্কিল !

জনৈক ভদ্রবেশী কেরানি-শ্রেণীর লোকের প্রবেশ

কি চান ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আপনার নাম শুনে আসছিলাম।

অনন্ত। বেশ বেশ, আপনার কোন বিপদ ঘটেছে কি ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, তা বিপদ বইকি।

অনন্ত। বসুন বসুন। বলাই, বলাই, চেয়ার দাও।

বলাই চেয়ার দিলে ঐ ব্যক্তি বসিল

এবার আপনার কেস বলুন।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, পরশু বিকেলবেলা হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি—

অনন্ত। এঁ্যা, কি দেখলেন ? আপনার স্ত্রীর জন্যে জুয়েলারির দোকান থেকে on inspection যে গয়না নিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা চুরি গেছে, কেমন ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, গয়না নয়।

অনন্ত। গয়না নয়? তবে কি?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, একটা নস্যির কৌটো।

অনন্ত। নস্যির কৌটো? বুঝেছি সোনার নস্যির কৌটা, যেটা আপনার ঠাকুরদার আমল থেকে বংশের একটা স্মৃতি হিসেবে চ'লে আসছে, কেমন?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, সোনার নয়। কিন্তু আমার কাছে সোনার চেয়েও মূল্যবান। সাত বছর ধ'রে সেটা ব্যবহার করছিলাম, বড় মায়া জন্মেছিল।

অনন্ত। সোনার চেয়েও দামী? তবে কি প্ল্যাটিনামের?

ব্যক্তি। আজ্ঞে না, জার্মান সিল্‌ভারের। সাত পয়সা দিয়ে রাধা-বাজারে কিনেছিলাম।

অনন্ত। কি? তুমি সাত পয়সার নস্যির কৌটোর জন্যে আমার কাছে এসেছ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আপনি ডিটেকটিভ কিনা, বিনা পয়সায় পরের উপকার করেন শুনেছিলাম, তাই।

অনন্ত। বলাই, ওকে সাতটা পয়সা দিয়ে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দাও। দেখ, ফের যদি নস্যির ডিবে হারাবে তা হ'লে কিন্তু ভাল হবে না।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আর হারাবে না।

বলাই লোকটিকে বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল

বলাই। কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে একটা বুড়ী আসছে।

অনন্ত। বুড়ী? কি রকম বুড়ী?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে নিজের কানেই শুনুন না।

একটি বুড়ীর প্রবেশ

বুড়ী। ও বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা।

অনন্ত। কি হয়েছে, কি হয়েছে বুড়ী?

বুড়ী। আমার আঁধার ঘরের মাণিক, শিবরাত্তিরের সলতে তুমি খুঁজে বার ক'রে দাও বাবা, ভগবান তোমায় রাজা করবেন।

অনন্ত। নিশ্চয় খুঁজে বার করব। কিন্তু কে হারিয়েছে সেটা জানতে হবে তো।

বুড়ী। আমার একটা রামছাগল ছিল বাবা, কাঁঠালপাতা খাইয়ে ছেলের মত ক'রে মানুষ করেছিলুম। কাল সন্ধ্যে থেকে আমার রামধনকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। দোহাই বাবা, তুমি আমার রামধনকে বার ক'রে দাও।

অনন্ত। বটে! আমি এখন তোমার ছাগল খুঁজে বেড়াব? বলাই, বুড়ীটাকে নিয়ে কি করি বল তো? ওর রামধনের একটা ব্যবস্থা কর।

বলাই। কিছু করতে হবে না কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে আমি ব্যবস্থা করছি। এই বুড়ী, আয়।

বুড়ী। ও বাবা, আমার রামধনকে খুঁজে দেবে না বাবা?

বলাই। ওরে বুড়ী, তোর রামধন কি এখনও আছে? বোঁ বোঁ শব্দে হজম হয়ে গেছে।

বুড়ী। অমন অলুক্ষুণে কথা ব'ল না বাবা। আমার শিবরাত্তিরের সলতে, আমার রামধন রে—

বুড়ীকে লইয়া বলাইয়ের প্রস্থান। অনন্ত ঘাম মুছিয়া বসিল।

বলাই পুনরায় প্রবেশ করিল

অনন্ত। বলাই, দেখছ, সাড়ে দশটা বেজে গেল এখনও

সেক্রেটারির দেখা নেই ; এই জন্যেই তো কিছু হচ্ছে না। (দ্বারের নিকট শব্দ) ঐ বোধ হয় এলেন।

একটি কাবুলীওয়ালা প্রবেশ করিল

এ আবার কে ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে প্রকাণ্ড কাবুলীওয়ালা।

অনন্ত। ক্যা মাংতা ? আমার এখন শাল দরকার নেই।

কাবুলী নিজ ভাষায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল। অনন্ত কেবল 'গোয়েন্দা' কথাটা বুঝিতে পারিল

গোয়েন্দা ? হাম গোয়েন্দা হ্যায়। ক্যা মাংতা ?

কাবুলী। (নিজ ভাষায় খানিকটা কথা বলিয়া) বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। (বলাইকে) কি বলছে ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

অনন্ত। এই মিয়া, কি বলবে পষ্ট ক'রে বল, নয় তো ভাগো।

কাবুলী। (স্পষ্টভাবে) বিবি বাগ গিয়া, খুপসুরৎ বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। ও, একজন মেয়েমানুষ তোমাকে ফেলে ভাগ গিয়া ?

কাবুলী সবেগে মস্তক সঞ্চালন করিল

বুঝেছি। টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে ? রুপিয়া লেকে ভাগ গিয়া ?

কাবুলী। ন্‌হি, দিলজান কলিজা।

বুকে হাত রাখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল

বলাই। টাকা নয় কত্তা, একজন স্ত্রীলোক ওর মন চুরি ক'রে নিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে পালিয়েছে।

অনন্ত। তা আমি কি করব ?

কাবুলী আবেগভরে কিছুক্ষণ নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিল

নাঃ, ব্যাপারটা বড্ড বেশি রহস্যময় হয়ে পড়েছে। একটা কথাও বুঝতে পারছি না। মিয়া সাহেব, হাম আভি বড় ব্যস্ত হ্যায়, তোমার প্রাণের লোক খুঁজে বেড়াবার আমার সময় নেই। তুমি পুলিসে যাও।

কাবুলী। পুলিস?

লাঠি ঠুকিয়া কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ বক্তৃতা দিল, তারপর পদদাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল

অনন্ত। নাঃ, মিছে পণ্ডশ্রম, তিন মাস ধ'রে আপিস খুলে ব'সে আছি, একটা ভাল কেস হাতে এল না। কোথায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে কার পকেট কাটা গেছে, কোথায় কাবুলীওয়ালার মন চুরি ক'রে কে পালিয়েছে—এই তদন্ত ক'রে বেড়াও। আর ভাল লাগছে না। বলাই, এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে। কিন্তু তার আগে মহামায়ার, অর্থাৎ নলিনীর—

কেয়া প্রবেশ করিল

কেয়া। (শুষ্ককণ্ঠে) নমস্কার। একটু দেরি হয়ে গেছে, মাফ করবেন। কাল থেকে ঠিক সময়ে আসব।

নিজস্থানে গিয়া বসিল

অনন্ত। বলাই, তুমি নীচে গিয়ে ব'স; কাবুলীওয়ালার মত মক্কেল যদি আর আসে, নীচে থেকেই তাড়াবে।

বলাই। আজ্ঞে।

প্রস্থান

অনন্ত। মিস্ মিত্র, আজ আপনার মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কেয়া। ও কিছু নয়।

অনন্ত। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আচ্ছা, আমি ব’লে দিচ্ছি। (বেহালা বাজাইল) আপনার বন্ধু নলিনীর সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছে, না?

কেয়া। (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না।

অনন্ত। তবে কি হয়েছে?

কেয়া। কিছু হয় নি। মিঃ চৌধুরী, আমাকে কাজ করতে দিন।

অনন্ত। ও, বেশ তো। (কিছুক্ষণ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল) মিস্ মিত্র, আজ একজন প্রেমিক কাবুলীওয়ালা এসেছিল।

কেয়া। কাবুলীওয়ালা?

অনন্ত। প্রেমে প’ড়ে বেচারা কাবুলীওয়ালার যে রকম দুরবস্থা হয়েছে, তা দেখলে বুক ফেটে যায়। ভাবছি, প্রেম জিনিসটা কি ভয়ানক, কারুর রক্ষে নেই।

কেয়া সাড়া দিল না, অনন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আড়চোখে দেখিয়া

আমি ডিটেকটিভের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আর ভাল লাগছে না।

কেয়া। (চমকিয়া তাকাইল, পরে নিরুৎসুক কণ্ঠে) তা বেশ। কবে থেকে ছেড়ে দেবেন?

অনন্ত। আর দু তিন দিন আপিস খোলা থাকবে, তার পরই বন্ধ ক’রে দেব।

কেয়া। তবে আমাকে আগে জানালেন না কেন? আমি অন্যত্র চাকরি খুঁজে নিতুম! কেন আমার ক্ষতি করলেন?

কেয়ার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল

অনন্ত। (কেয়ার পিছনে গিয়া) কেয়া, আমি তোমাকে—, আমি তোমাকে অন্যত্র চাকরি করতে দেব না। তুমি আমার কাছে—

স্কন্ধে হস্ত রাখিল

কেয়া। (বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া) আমার গায়ে হাত দেবেন না।

অনন্ত। কেয়া, আমি তোমাকে—

কেয়া। চুপ। মনে রাখবেন, আমি মহিলা। কোন্ অধিকারে আপনি আমায় অপমান করেন?

অনন্ত। (স্তম্ভিতভাবে) অপমান!

কেয়া। অপমান নয় তো কি? আপনি মনে মনে একজনকে—উঃ, এত ছলনা আপনার মনে? আমি আপনার অধীনে চাকরি করি ব'লে—

কাঁদিয়া ফেলিল

অনন্ত। কেয়া, আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার মনে কোনও ছলনা নেই।

কেয়া। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনাকে আমি চিনেছি। অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আমি অসহায় নই।

অনন্ত। কি বলেছি আমি যে তুমি ওরকম করছ?

কেয়া। কি বলেছেন? আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েমানুষের পক্ষে আর হতে পারে না। (চক্ষু মুছিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) আমি আর এখানে থাকব না।

অনন্ত। কেয়া, শোন কেয়া।

কেয়া। না, আমি থাকব না, আমি থাকতে পারব না। আপনি আমার কাছে আসবেন না।

কেয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। অনন্ত মূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল

অনন্ত। কি হ'ল, অপমান কখন করলুম? (কিছুক্ষণ চিন্তা) ও, বুঝেছি, প্রস্তাব করাটাই অপমান। উনি ব্রাহ্ম মহিলা, আর আমি হিন্দু। (অভিভূতভাবে) এতখানি ব্যবধান ভেতরে ভেতরে ছিল। আমাকে মনে মনে ঘৃণা করে। কিছু বুঝতে পারি নি। নিজের মুখেই বলেছে, হিন্দু ব্রাহ্ম সমান; মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকতে পারে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাক, সব চুকে-বুকে গেল। মিথ্যে স্বপ্নের ইমারত তৈরি করেছিলুম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফেরা যাক, আর কি! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল

দেখ, আজ রাত্তিরে জগদীশবাবু আসছেন, চিঠি পেয়েছি। আজ রাত্তিরে অনন্ত ডিটেকটিভের শেষ exploit। রাত্তিরে নলিনী যখন ঘুমোবে তখন তার পা নিশ্চয় খোলা থাকবে, সেই সময় চুপি চুপি ঘরে গিয়ে দেখব, পায়ে জডুল আছে কিনা। থাকে ভালই, না থাকে জগদীশবাবুকে ব'লে দেব—পারলুম না।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে রাত্তিরে বাড়ি ঢুকবেন? যদি চোর ব'লে ধরে?

অনন্ত। তা হ'লে বোঁ বোঁ শব্দে তুমি জেলে চ'লে যাবে।

বলাই। শেষে বোঁ বোঁ শব্দে আমি?

নবম দৃশ্য

রাত্রি। কেয়ার শয়নকক্ষ। কেয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে। তাহার হস্তে তাহার পিতামাতার বিবাহের সার্টিফিকেট

কেয়া। এর মানে কি? এই তো সার্টিফিকেটে লেখা রয়েছে, মা-বাবার বিয়ে হয়েছে সাতাশে জানুয়ারি ১৯১৯, অর্থাৎ আজ থেকে পনেরো বছর আগে। অথচ আমার বয়স উনিশ বছর। কি ক'রে হ'ল? সার্টিফিকেট তো মিথ্যে নয়, ঐ পুরোনো দেরাজের মধ্যে ছিল। আর ভাবতে পারি না। তবে কি আমি—উঃ ভগবান, একসঙ্গে কি এত যন্ত্রণা দিতে হয়! আর যে আমি পারি না। অপমান আর লাঞ্ছনা—পৃথিবীসুদ্ধ আমাকে অপমান আর লাঞ্ছনা করছে। আমার মা বাবা—তাঁরাও জন্মাবধি আমার মুখে এমন ক'রে চুণ-কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন কি করব? কোথায় যাব?

মাথায় হাত রাখিয়া অবস্থান। খোলা জানালা দিয়া নিঃশব্দে অনন্ত প্রবেশ করিল

(মুখ তুলিয়া সভয়ে) একি! কে তুমি?

অনন্ত। এঁ্যা! কেয়া! আমি ভেবেছিলুম—

কেয়া। তুমি? এসময় আমার ঘরে কেন?

অনন্ত। আমি ভুল ক'রে—আমি ভেবেছিলুম এটা নলিনীর ঘর।

কেয়া। নলিনীর ঘর মনে ক'রে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছিলে? (বিভ্রান্তভাবে তাকাইয়া থাকিয়া) তার ঘরে তোমার কি দরকার?

অনন্ত নীরব হইয়া রহিল

ও, বুঝেছি। তুমি যে তাকে ভালবাস।

অনন্ত। (ব্যাকুলভাবে) কেয়া, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি অন্য কাজে—

কেয়া। মিছে কথা ব'ল না, তুমি নলিনীকে ভালবাস।

হঠাৎ বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল

অনন্ত। (খাটের ধারে নতজানু হইয়া) কেয়া, আমার অন্তর্যামী জানেন, আমি তাকে ভালবাসি না।

কেয়া। নিশ্চয় বাস।

অনন্ত। না কেয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কেয়া। তবে এই রাত্রে নলিনীর ঘরে এসেছিলে কেন?

অনন্ত। কেয়া, তবে বলি শোন। আমাদের দেশের এক জমিদারের মহামায়া নামে এক মেয়ে হারিয়ে যায়, আমি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। তোমার বন্ধু নলিনীকে দেখে আমার সন্দেহ হয় যে সে মহামায়া।

কেয়া। কেন মিছে রূপকথা তৈরি করছ?

অনন্ত। রূপকথা নয়, আমি প্রমাণ করব যে সত্যি কথা।

কেয়া। (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) চুপ। কে যেন এদিকে আসছে! বোধ হয় মা কিম্বা বাবা। তাঁরা যদি এসে তোমাকে আমার ঘরে দেখতে পান, কি মনে ভাববেন?

অনন্ত। আমি যাচ্ছি। কিন্তু কেয়া, বিশ্বাস ক'র আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে—

কেয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল

চললুম, কিন্তু কাল তোমার প্রতীক্ষা করব; এস কেয়া, তখন সব কথা বলব।

গবাক্ষপথে প্রস্থান

কেয়া। সত্যি মিথ্যে সব গুলিয়ে গেছে। কি বিশ্বাস করব, কি অবিশ্বাস করব, তাও বুঝতে পারছি না।

ভূপতিত সার্টিফিকেট তুলিয়া লইল

কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার তো কিছু নেই, এ যে একেবারে স্পষ্ট।

হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিলেন

হিরণ্ময়ী। তোর ঘরে যেন কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। কেয়া, কার সঙ্গে কথা কইছিলি? তোর হাতে ও কিসের কাগজ?

কেয়া। মা, বাবা কই?

হীরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন

এই যে—বাবা মা, আমার বয়স উনিশ বছর কিনা?

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁ, তা কি হয়েছে? কেয়া, অমন করছিস কেন?

কেয়া। (সার্টিফিকেট দিয়া) তবে এর মানে কি?

হীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন ; হিরণ্ময়ী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

বাবা, আমি জানতে চাই এর মানে কি? আমি কি তবে—

হিরণ্ময়ী। না না, কেয়া, তা নয়।

কেয়া। তবে কি? বাবা, সব কথা বল, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টি বিনিময় করিলেন

হীরেন্দ্র। (ভগ্নস্বরে) সত্যই জয়ী হোক। কেয়া, তুমি আমাদের—আমাদের মেয়ে নও ; তোমাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

কেয়া। কুড়িয়ে পেয়েছিলে? আমি কুড়োনো মেয়ে?

হীরেন্দ্র। হ্যাঁ। আমরা নিঃসন্তান। আমাদের বিবাহের দু বছর পরে অৰ্দ্ধোদয় যোগের দিন তোমাকে কুড়িয়ে পাই, সে আজ পনেরো বছরের কথা। তখন তোমার বয়স আন্দাজ চার বছর। তোমাকে পেয়েই আমি রেঙ্গুনে চ'লে যাই, তারপর—

কেয়া। মা, তুমি আমার মা নও? বাবা, তুমিও আমার কেউ নও?

হিরণ্ময়ী। (কাঁদিতে কাঁদিতে কেয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা মা, তুই-ই আমাদের সর্ব্বস্ব।

হীরেন্দ্র। নিজের সন্তান কি রকম হয় জানি না, কিন্তু এই চোদ্দ বছর ধ'রে তুমিই আমাদের বুক জুড়ে আছ।

কেয়া। তবু—আমি তোমাদের কেউ নই, রক্তের বন্ধন নেই। আমি একা, পৃথিবীতে আত্মীয় কেউ নেই, একেবারে একা। কুড়োনো মেয়ে। (কিছুক্ষণ মূঢ়বৎ থাকিয়া) মা, আমি চললুম।

হিরণ্ময়ী। কোথায় যাবি কেয়া?

কেয়া। একজন আমার প্রতীক্ষা ক'রে আছে, তাকে সব কথা বলতে হবে। সে আমাকে চায় কিনা জানি না, কিন্তু তাকে সব কথা না বললেও আমার নিস্তার নেই।

দ্রুত প্রস্থান

হিরণ্ময়ী। কেয়া, কেয়া! ওগো, তুমি ব'সে রইলে?

হীরেন্দ্র। কি করব? মিথ্যে দিয়ে ওকে বেঁধে রেখেছিলুম, তাই আজ মিথ্যের শেকল কেটে উড়ে গেল। (উঠিয়া) কার কাছে গেল?

হিরণ্ময়ী। তা তো জানি না।

নলিনী প্রবেশ করিল

নলিনী। কিসের গোলমাল হচ্ছিল? কেয়া কোথায়?

হিরণ্ময়ী। সে কোথায় চ'লে গেল।

নলিনী। চ'লে গেল?

হিরণ্ময়ী। নলিনী, তুই জানিস সে কোথায় গেছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস?

নলিনী। (দাঁতে আঙুল কামড়াইয়া চিন্তা করিল) বোধ হয় পারি। বুঝেছি সে কার কাছে গেছে। আমার কাছেও লুকিয়েছিল—কিন্তু আমি বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

দশম দৃশ্য

অনন্তর আপিস। রাত্রিকাল

অনন্ত। সাড়ে দশটা তো বাজে। এখনই জগদীশবাবু আসবেন। বলাই! বলাই!

বলাই আসিল না

কেয়া কি কাল আসবে? সে ভেবেছে, আমি নলিনীকে ভালবাসি, তাই—; বোধ হয় আমাকে সত্যিই ঘৃণা করে না। বলাই! বলাই! বলাইটা আবার এত রাত্তিরে কোথায় গেল?

দ্বারের বাহিরে কাতরোক্তি

ও কিসের শব্দ? কেয়ার গলা না?

ছুটিয়া প্রস্থান করিল ও কিয়ৎকাল পরে কেয়াকে কোলে লইয়া প্রবেশ করিল

কেয়া, কি ক'রে প'ড়ে গেলে? পায়ে কি লেগেছে?

কেয়া। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠতে পা মচকে গেছে।

অনন্ত। (কেয়াকে সোফায় শোয়াইয়া) কোন্ পা ?

কেয়া। বাঁ পা। আমি এই রাত্রে তোমার কাছে এসেছি—

অনন্ত। ও কথা পরে হবে, এখন পা দেখি।

জুতা খুলিতে প্রবৃত্ত

কেয়া। আমার কেউ নেই, আমি একা, আমি কুড়ানো মেয়ে।

অনন্ত। (জুতা খুলিয়া জড়ুল দেখিয়া) এ্যাঁ! কেয়া, তুমি মহামায়া ?

কেয়া। মহামায়া!

অনন্ত। (উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া) হ্যাঁ, এই যে জড়ুল। মহামায়া, তুমি কেয়া ? মানে—কেয়া, তুমি মহামায়া ?

কেয়া। মহামায়া কে ?

অনন্ত। সেই যে, যার কথা তোমায় বলেছিলুম, যাকে খুঁজতে আমি বেরিয়েছি। উঃ, কি সাংঘাতিক ডিটেকটিভ আমি! তিন মাস ধ'রে তোমাকে দেখছি, ভালবাসছি, আর তুমিই যে মহামায়া তা বুঝতে পারি নি।

কেয়া। তা হ'লে আমাকে খুঁজতেই তুমি আজ রাত্রে—

অনন্ত। হ্যাঁ, পায়ের ঐ জড়ুল দেখবার জন্যে।

কেয়া। (সলজ্জ কণ্ঠে) আমি ভেবেছিলুম তুমি নলিনীকে—

অনন্ত হাঁটু গাড়িয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিল

আমি বুঝতে পারি নি। আমার ভুল হয়েছে। মাফ কর।

কেয়া অনন্তর বুকে মাথা রাখিল। জগদীশ প্রবেশ করিলেন

জগদীশ। অনন্ত!

অনন্ত। (লাফাইয়া উঠিয়া) কাকাবাবু, এই নিন আপনার মেয়ে মহামায়া। ঐ দেখুন পায়ে জড়ুল।

জগদীশ। (কম্পিত স্বরে) মহামায়া !

অনন্ত। কেয়া, ইনি তোমার—মানে—আসল বাবা।

কেয়া। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া) না না, আমার মা কোথায়, বাবা কোথায় ? আমি যে তাঁদের কাছে যাব।

জগদীশ। মহামায়া, যাঁরা তোমায় প্রতিপালন করেছেন—

কেয়া। প্রতিপালন ! না না, তাঁরাই আমার সত্যিকার মা বাবা। আজ আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে চ'লে এসেছি। (অনন্তকে) আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলুন।

নলিনী, হিরণ্ময়ী ও হীরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন

অনন্ত। নিয়ে যাবার আর দরকার হ'ল না, ওঁরা নিজেরাই এসে পড়েছেন। নলিনী দেবীও আছেন দেখছি।

হিরণ্ময়ী। কেয়া !

হিরণ্ময়ী ছুটিয়া গিয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিলেন। হীরেন্দ্র কেয়ার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনী হাত ধরিয়া বসিল। কিয়ংকাল আদর ও অশ্রুবিসর্জ্জন চলিল। জগদীশ নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন

অনন্ত। এবার পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন জগদীশবাবু, বিরাজপুরের জমিদার, মহামায়ার অর্থাৎ কেয়ার বাবা।

হিরণ্ময়ী সভয়ে তাঁহার দিকে তাকাইলেন ; হীরেন্দ্র হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন

হীরেন্দ্র। (কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে) জগদীশবাবু, মেয়ে আপনার, কিন্তু—

জগদীশ। (মাথা নাড়িয়া) না, মেয়ে আমার নয়, মেয়ে আপনাদের। আমি ওর জন্মদাতা পিতা বটে, কিন্তু আপনারাই ওর প্রকৃত মা বাপ। যে ভয়ঙ্কর দুর্গতির পথে ওর নিয়তি ওকে টেনে নিয়ে

যাচ্ছিল, আপনারা ওকে সেই দুর্নিয়তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এতদিন পরে আমি বাপের দাবিতে যদি ওকে আপনাদের স্নেহের নীড় থেকে ছিনিয়ে নিই, তা হ'লে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না। মেয়ে আপনাদেরই থাক। তবে—তবে আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি রোজ এসে ওকে দেখব, দুটো কথা কইব। এখন ও আমাকে চেনে না, ভালবাসে না ; পরে হয়তো—

জগদীশ ভাঙিয়া পড়িলেন

হীরেন্দ্র জগদীশকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে দূরে গিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন

অনন্ত। চলুন চলুন, আপনারা ও ঘরে একটু বসবেন চলুন।

অনন্ত হীরেন্দ্র, জগদীশ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল

নলিনী। (চুপি চুপি) কেয়া, তুই হীরেনবাবুরও নয়, জগদীশবাবুরও নয় ; তুই কার আমি জানি।

কেয়া। কার ?

নলিনী। ঐ ওঁর। (অনন্তকে নির্দেশ করিল) লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি ! তোর ডিটেকটিভ মন্দ নয় ভাই।

কেয়া। তোর তোৎলার চাইতে ভাল।

নলিনী। ইঃ !

বলাইয়ের ঘাড় ধরিয়া সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। ধধধরেছি ! একি, আপনারা সসসব এখানে ? নননলিনী দেবীও রয়েছেন। ব্যাব্যাপার কি ?

নলিনী। ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক।

সমরেশ। কিকিকিছু বুঝতে পারছি না। যা হোক, আপনারা আছেন

ভাভালই হ'ল। আপনাদের সাসামনেই আজ এই ডিডিডিটেকটিভ পুঙ্গবের নাক থ্যাথ্যাবড়া করব।

অনন্ত। সসসমরেশবাবু যে।

সমরেশ। ভেভেভেংচি কেটো না বলছি, মেরে পপপস্তা উড়িয়ে দেব।

নলিনী। কেন? কি করেছেন উনি?

সমরেশ। ও-ই সেদিন আপনার জুজুজুতো খুলতে চেয়েছিল। আজ এই চাচাকরটার কাছ থেকে বার করেছি।

বলাইকে ঝাঁকানি দিল

বলাই। (করুণ স্বরে) আজ্ঞে, উনি আমাকে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা-টিপুনি দিলেন, তাই বোঁ বোঁ শব্দে ব'লে ফেলতে হ'ল।

সমরেশ। (বলাইকে ছাড়িয়া দিয়া) ডিডিডিটেকটিভ, এবার প্রস্তুত হও। আজ তোতোমার অনন্ত দুর্দ্দশা করব।

আস্তিন গুটাইতে লাগিল

অনন্ত। দেখুন, আজ আমার মনটা ভয়ঙ্কর ভাল আছে, তাই আপনাকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি আমি যুযুৎসু জানি।

সমরেশ। বেবেশ, দেখা যাক আমার ঘুঘুষির জোর বেশি, না তোমার যুযুযুযুৎসুর জোর বেশি।

উভয়ে মারামারি করিতে উদ্যত হইল

কেয়া। নলি, তোর সমরেশবাবু যদি আমার—আমার ডিটেকটিভের গায়ে হাত দেয়, তা হ'লে আমি জন্মে তোর সঙ্গে কথা কইব না।

নলিনী। তা আমি কি করব? যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল।

কেয়া। তুই তোর সমরেশবাবুকে সামলা।

নলিনী। (উঠিয়া গিয়া) থাম, আর লড়াই করতে হবে না।

সমরেশ। কেকেন হবে না ?

নলিনী। (হাত ধরিয়া) আমার হুকুম।

সমরেশ। (বিগলিত আনন্দে) তোতোমার হুহুকুম ?

নলিনী। হঁ্যা। কেন, আমি তোমায় হুকুম করতে পারি না ?

সমরেশ। কেকে বলে পার না ? কিকিন্তু ওর নাক থ্যাবড়া করা যে নিতান্ত দদরকার।

নলিনী। না, কিছু দরকার নেই। উনি কেয়ার—

কানে কানে কথা বলিল

সমরেশ। এঁ্যা! তাতাই নাকি ?

অনন্ত। সমরেশবাবু, স্বীকার করছি যে নলিনী দেবীর জুতো খোলবার প্রস্তাব করা আমার অন্যায় হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম উনিই মহামায়া।

সমরেশ। বুঝতে পারলুম না। কিন্তু যখন আপনি অন্যায় স্বীস্বীকার করছেন তখন আর কোনও কথা নেই।

উভয়ে করমর্দ্দন করিল। সুরমার প্রবেশ

সুরমা। হঁ্যারে অন্ত, তোর কি কাণ্ড! একেবারে তিন মাস কোন খোঁজখবর নেই!

অনন্ত। এই যে দিদি, এসে পড়েছ ভালই হয়েছে, মহামায়াকে খুঁজে পেয়েছি।

সুরমা। তুই খুঁজে বার করলি ? আমি তো আগেই বলেছিলুম তুই পারবি। কাকাবাবুকে খবর দিয়েছিস ?

অনন্ত। কাকাবাবু ও-ঘরে। সে কাহিনী বলব 'খন। এঁদের সঙ্গে আগে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সমরেশবাবু, আর ইনি মিস্ নলিনী দেবী—খুব শিগগির মালাবদল করবেন। আর ইনি তোমাদের মহামায়া।

সুরমা। (কাছে গিয়া) এই মহামায়া! কাকাবাবু তো ঠিকই বলেছিলেন—সত্যিই এ যে দুর্গাপ্রতিমা, এটিকে তো বাড়ি নিয়ে যেতেই হয়, বাবার ইচ্ছে তো আর ঠেলা যায় না।

অনন্ত। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি কাকাবাবুর সঙ্গে ততক্ষণ পাকাপাকি ক'রে এস।

সুরমা। আচ্ছা যাই।

প্রস্থান

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে সব ভাব হয়ে গেল দেখছি। মাঝ থেকে আমিই কেবল গলা-টিপুনি খেলুম।

অনন্ত (কেয়ার পাশে বসিয়া) আজকের রাত্রিটা ভারি আশ্চর্য্য! যেন রূপকথার রাত্রি!

নলিনী। কেয়া, তুই একটা গান গা। আজকের রাত্রির সেই হবে সবচেয়ে সুন্দর পরিসমাপ্তি।

কেয়া। আমি পারব না, আমার পা মচকে গেছে। তার চেয়ে তুই গা, তোর গান শুনতে সমরেশবাবু বড্ড ভালবাসেন।

সমরেশ। মামামামানে?

নলিনী তাহার ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া তাহাকে নিবারণ করিল

নলিনী। তার চেয়ে এস সবাই মিলে গাই।

অনন্ত। সেই ভাল, আসুন।

—গান—

তোমায় আমায় যখন মিলন হবে,
ধরার বুকে দুখের ভরা তখন কি আর রবে ?
ছয়টি ঋতুর অযুত ফুলের ডালা,
রচবে শুধু একটি মিলন-মালা,
অশোক নীপ কুন্দ কমল-বালা
থাকবে গাঁথা একটি সূতায় সবে।
আকাশ কি গো রইবে জলদ ছাওয়া,
বইবে কি ধীরে মঞ্জু মলয় হাওয়া ?
তোমার আমার দুটি হৃদয় ঘিরে
রাগ-রাগিণীর নৃত্য হবে কি রে !
চন্দ্র তারার বরণ-বাতি শিরে
মাতবে নিখিল মিলন মহোৎসবে।

যবনিকা পতন

